



শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা পদ্ধতি



পণ্ডিত শ্রী রত্নেশ্বর তন্ত্রজ্যোতিষ শাস্ত্রী





শ্রীশ্রীস্বরস্বতী পূজাপদ্ধতি

[আদি, আসন, পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র, প্রণাম মন্ত্র, ফদমালা ও মুদ্রাদির চিত্রসহ বরাতবিহীন পুঁথি]
কাশ্যপগোত্রীয়—

পণ্ডিত শ্রীরত্নেশ্বর ত্রিপুরাতিথ্যশাস্ত্রী





সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বস্তিবাচন	৫	মাষভক্তবলি	১০	করন্যাস	১৬	কাণ্ডরোপণ মন্ত্র	২১
স্বস্তিসূক্ত	৫	আসনশুদ্ধি	১১	অঙ্গন্যাস	১৭	সূত্রবেষ্টন মন্ত্র	২২
সাক্ষ্যমন্ত্র	৬	পুষ্পশুদ্ধি	১১	ব্যাপকন্যাস	১৭	আবাহন	২২
বরণ	৬	প্রাণায়াম	১২	ঋষ্যাদিন্যাস	১৭	চক্ষুর্দান	২৩
সঙ্কল্প	৭	ভূতশুদ্ধি	১২	ধ্যান	১৭	প্রাণপ্রতিষ্ঠা	২৩
সঙ্কল্পসূক্ত	৭	মাতৃকান্যাস	১৩	মানসপূজা, বিশেষার্থ	১৮	গণেশাদির পূজা	২৪
পঞ্চাংগ্য শোধন মন্ত্র	৮	অন্তর্মাতৃকান্যাস	১৩	পীঠপূজা	১৯	প্রধান পূজা	২৬
সামান্যার্থ	৮	বাহ্যমাতৃকান্যাস	১৪	বেদীশোধন	২০	পুষ্পাঞ্জলি, প্রণাম মন্ত্র	২৯
দ্বারপূজা	১০	সংহারমাতৃকান্যাস	১৫	বিতানশোধন	২০	হোম	৩০
বিদ্যাপসারণ	১০	পীঠন্যাস	১৬	ঘটস্থাপন	২০	সরস্বতী স্তোত্রম্ ও কবচ	৫৪

ফদ্দমালা

সিন্দূর, পুরোহিতবরণ ১, তিল, হরিতকী, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব ১, ঘট, কুণ্ডহাঁড়ি ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, তীরকাঠি ৪, ঘটচ্ছাদন গামছা ১, বরণডালা, সশীষ ডাব ১, এক সরা আতপ চাউল, পুষ্পাদি, আসনাস্থুরীয়ক ২, মধুপর্কের বাটি ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, সরস্বতী শাটী ১, নারায়ণের ধুতি ১, চন্দ্রমালা ১, বিশ্বপত্রমালা ১, থালা ১, গেলাস ১, শঙ্খ ১, লৌহ ১, নথ ১, রচনা ১, আমের মুকুল, যবের শীষ, ফুল, আবির, ত্র, মধ্যসার ও লেখনী, ভোগের দ্রব্যাদি, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গব্যঘৃত ২৫০ গ্রাম, পান, পানের মশলা, হোমের বিশ্বপত্র ২৮, কপূর, পূর্ণপাত্র ১ ও দক্ষিণা।

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজাপদ্ধতি

স্বস্তিবাচন—মাঘমাসে শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শুদ্ধাসনে উপবেশন করতঃ হস্তে কুশাস্থুরীয়ক ধারণ করিয়া নারায়ণে (শালগ্রামশিলায়) গন্ধপুষ্প দিয়া তাম্রপাত্রে (কুশীতে) আতপতণ্ডুল লইয়া স্বস্তিবাচন করিবে, যথা—“কর্তব্যেহস্মিন্ গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবী মস্যাধারলেখনীপূজাকস্মিণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত। ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম্।। ওঁ কর্তব্যেহস্মিন্ গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবী মস্যাধারলেখনীপূজাকস্মিণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।। ওঁ কর্তব্যেহস্মিন্ গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবী মস্যাধারলেখনীপূজাকস্মিণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্।।” মন্ত্রপাঠ করিয়া আতপচাউল বিকীরণ করতঃ স্ববেদান্ত সূক্তপাঠ করিবে।

স্বস্তিসূক্ত (সাম)—“ওঁ সোমং রাজানাং বরুণমগ্নিমদ্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।”

(যজু)—“ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্কো অরিষ্টনেমি, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।। ওঁ গণানাত্মা গণপতিওঁ হবামহে, প্রিয়ানাত্মা প্রিয়পতিওঁ হবামহে, নিধিনাত্মা নিধিপতিওঁ হবামহে। বসো মম।। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।” পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবে।

সাক্ষ্যমন্ত্র—*“ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ, কালঃ সন্ধ্যো ভূতান্যহ ক্ষপা। পবনো দিকপতির্ভূমিরাকাশং ঋচরামরাঃ। ব্রাহ্মণ শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ।।”

বরণ—কর্ত্তা স্বয়ং পূজাকরণে অশক্ত হইলে পূজক ও তন্ত্রধারক বরণ করিবে। কর্ত্তা পূর্ব্বাস্যে এবং বৃত্ত ব্রাহ্মণ উত্তরাস্যে উপবেশন করিবে। কর্ত্তা কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে “ওঁ সাধুভবনাস্তাম্।” বৃত্ত ব্রাহ্মণ বলিবে “ওঁ সাধবহমাসে।” কর্ত্তা বলিবে “ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তম্।” ব্রাহ্মণ বলিবে “ওঁ অর্চয়।” কর্ত্তা গন্ধপুষ্প, যজ্ঞোপবীত ও বস্ত্রাদুরীয়ক গ্রহণ করিয়া “এতানি গন্ধপুষ্পবস্ত্রাদুরীয়কযজ্ঞোপবীতানি ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ” মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ব্রাহ্মণ বলিবে “ওঁ স্বস্তি।” পরে কর্ত্তা আতপচাউল

* স্ত্রী ও শূদ্রপক্ষে সর্ব্বত্র কেবল, “স্বস্তি” শব্দ প্রয়োগ করিবে। “পুণ্যাহং, সন্নিধিঞ্চ ও ঋদ্ধিঞ্চ” এই শব্দ “ওঁ” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে না। “ওঁ” পরিবর্ত্তে “নমঃ” শব্দ প্রয়োগ হইবে।

লইয়া ব্রাহ্মণের দক্ষিণজানু স্পর্শ করিয়া বরণবাক্য পাঠ করিবে—যথা, “বিষ্ণুরোঁ তৎসদ্য মাঘেমাসি শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা মৎসঙ্কলিত শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবী লেখনীমস্যাধারপূজাকর্মাণি পূজককর্ম্ম (তন্ত্রধারককর্ম্ম) করণায় অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মাণমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।” বৃত্ত ব্রাহ্মণ বলিবে “বৃত্তোহস্মি।” কর্ত্তা কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে “ওঁ যথাবিহিত পূজককর্ম্ম (তন্ত্রধারককর্ম্ম) কুরু।” ব্রাহ্মণ বলিবে “ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।।” অতঃপর সঙ্কল্প করিবে।

সঙ্কল্প—তাম্রপাত্র কুশ, তিল, ফল (হরিতকী), পুষ্প ও জলাদির দ্বারা পূর্ণ করতঃ পাতিত দক্ষিণজানু হইয়া পূর্ব্বাস্যে বা উত্তরাস্যে উপবেশন করিয়া সঙ্কল্প করিবে, যথা—“বিষ্ণুরোঁ তৎসদ্য মাঘেমাসি শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুককামঃ গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবী লেখনীমস্যাধারপূজককর্ম্মাহং করিষ্যে (পরার্থে “অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য করিষ্যামি”)। অতঃপর স্ববেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ্য।

সঙ্কল্পসূক্ত (সামবেদি)—“ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবৎসাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপবা পৃণধ্বমাদিহো দেব ওহতে।। ওঁ অস্য সঙ্কলিতার্থস্য সিদ্ধিরস্ত। ওঁ অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।।”

যজুর্বেদি—“ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি, দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিব সঙ্কল্পমস্ত। ওঁ অস্য সঙ্কলিতার্থস্য সিদ্ধিরস্ত। ওঁ অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।।” পরে স্ববেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা পঞ্চগব্য শোধন করিবে।

পঞ্চগব্য শোধনমন্ত্র—(সামবেদি)—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—ওঁ গোবশ্চিদ্ যা সমন্যবঃ, সজাতেন মকৃতঃ সবন্ধবঃ।
রিহতে ককুভো মিথঃ।। দুগ্ধ—ওঁ সবন্ধবঃ গব্যো যু নো যথা পুরোশ্বয়োত রথয়া। বরিবস্যা মহোন্মাম্।। দধি—ওঁ দধিক্রাব্ণো
অকারিষং জিষেগরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরোৎ প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ।। ঘৃত—ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়ৌবাঁ, পৃথ্বী
মধুদুগ্ধে সুপেশসা। দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা বিদ্ধভিতে অজরে ভূরিরেতসা।। কুশোদক—ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহশ্বিনোর্বাহভ্যাং
পুষেগ হস্তাভ্যাং গৃহামি।।” অতঃপর গায়ত্রী পাঠ করিয়া একীকরণ করিবে।

যজুর্বেদি—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—ওঁ গন্ধদ্বারা দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং
তামিহোপহুয়েশ্রিয়ম্।। দুগ্ধ—ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃগ্যং ভবা বাজস্য সঙ্গথে। দধি—ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং
জিষেগরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরোৎ প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ।। ঘৃত—ওঁ তেজোহসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি। প্রিয়ং
দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি। কুশোদক—ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহশ্বিনোর্বাহভ্যাং পুষেগ হস্তাভ্যাদদে।।” অতঃপর গায়ত্রী পাঠ
করিয়া একীকরণ। পরে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে।

সামান্যার্ঘ্য—ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া মণ্ডলে “ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিবৌ

নমঃ” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া “ফট্” মন্ত্রে প্রোক্ষণীপাত্র (কোশা) প্রক্ষালন করতঃ মণ্ডলোপরি স্থাপন করিবে। পরে (ত্রৈং)
মূলমন্ত্রে অথবা ওঁ মন্ত্রে পাত্র জলপূর্ণ করিয়া “ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়ানে নমঃ” ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলায়ানে নমঃ,
ওঁ মং বহিমণ্ডলায় দশকলায়ানে নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া পাত্রস্থ জলে গন্ধপুষ্পাদি প্রদান করতঃ ধেনুমুদ্রা, যোনিমুদ্রা, অবগুণ্ঠনমুদ্রা



ধেনুমুদ্রা



যোনিমুদ্রা



অবগুণ্ঠনমুদ্রা



মৎস্যমুদ্রা



অধুশমুদ্রা

ও মৎস্যমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ অধুশমুদ্রায় “ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।”
মন্ত্রে তীর্থাবাহন করিয়া পাত্রস্থ জল দ্বারা পূজোপকরণ ও নিজেকে অভ্যক্ষণ করিয়া দ্বারপূজা করিবে।

দ্বারপূজা—জলদ্বারা “ফট্” মন্ত্রে দ্বারদেশ অভ্যক্ষণ করতঃ দ্বারদেবতাগণের আবাহন করিয়া পূজা করিবে, যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ” এইক্রমে “ওঁ মহালক্ষ্ম্যে নমঃ, ওঁ সরস্বতীয়ে নমঃ, ওঁ বিদ্যায় নমঃ, ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ গাং গদ্যায়ৈ নমঃ, ওঁ যাং যমুনায়ৈ নমঃ, ওঁ অম্ভায় নমঃ।” অশক্তপক্ষে “ওঁ দ্বারদেবতাগণেভ্যো নমঃ” পরে বিদ্যাপসারণ করতঃ মাষভক্তবলি প্রদান করিবে।

বিদ্যাপসারণ—মূলমন্ত্রে (ঐং) দিব্যদৃষ্টিদ্বারা দিব্যবিদ্য, “ওঁ অম্ভায় ফট্” মন্ত্রে অন্তরীক্ষের বিদ্য ও ভূমিতে বামপদের গোড়ালী দ্বারা তিনবার আঘাত করিয়া ভৌমবিদ্য অপসারণ করিবে।

মাষভক্তবলি—ভূমিতে স্ববামে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি নূতন মৃৎপাত্র বা বিদ্বপত্রে মাষকলাই, দধি ও আতপচাউল একত্র করতঃ স্থাপন করিবে। পরে ভূতগণের আবাহন করিবে, যথা—“ওঁ ভূতাদয় ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধন্ত ইহসন্নিধন্ত্যধ্বম, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত মম পূজাং গৃহীত।।” অতঃপর “বং এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ” মন্ত্রে শোধন, “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মাষভক্তবলয়ে নমঃ, এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ,” মন্ত্রে অর্চনা করিয়া “এষ মাষভক্তবলি ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ” মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। পরে কৃতাজলি ইহীয়া পাঠ্য—“ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ তে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহস্থ ময়াদন্ত

বলিরেষ প্রসাধিতঃ। পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈ বলিভিস্তার্পিতাস্তথা। দেশাদস্মাৎ বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্ত মৎকৃতাম্।। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ। ওঁ ভূতাদয়ঃ ক্ষমধ্বম্।।” অতঃপর কিছু অক্ষত বা শ্বেতসর্বপ গ্রহণ করিয়া “ওঁ অপসর্পন্ত তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতা। যে ভূতা বিদ্বকর্ভারস্তে নশ্যন্ত শিবাঙ্জয়া।। ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।। অপসর্পন্ত তে সর্বের চণ্ডিকাশ্চৈব তাড়িতাঃ।” মন্ত্র পাঠ করতঃ “ফট্” মন্ত্রে দশদিকে ছড়াইয়া দিয়া আসনশুদ্ধি করিবে।

আসনশুদ্ধি—ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন করিয়া “ওঁ আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া মণ্ডলোপরি আসন স্থাপন করতঃ আসন স্পর্শ করিয়া পাঠ্য, যথা—“অস্য আসনোপবেশনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠধ্বিঃ সুতলং ছন্দঃ কুম্বোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথিবীয়া ধৃতালোকা দেবিত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্।।” (বামে) “ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ”, ওঁ পরমেষ্টিগুরুভ্যো নমঃ”, (দক্ষিণে) “ওঁ গণেশায় নমঃ”, (মধ্যে) “ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবতায়ৈ নমঃ।” অতঃপর “ফট্” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা করতলদ্বয় শোধন করতঃ ছোটিকার দ্বারা (তুড়ি) দশদিগ্ধন্দন করতঃ পুষ্পশুদ্ধি করিবে।

পুষ্পশুদ্ধি—পুষ্পে পূজনীয় দেবতার আবির্ভাব চিন্তা করতঃ “পুষ্পকেতু রাজারহিতে শতায় সম্যক সম্বন্ধায় হুং” মন্ত্রে পুষ্প

স্পর্শ করিয়া “ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা।।” মন্ত্রে পুষ্প শোধন করিয়া প্রাণায়াম করিবে।

তি
পূজা
সরস্বতী
মন্ত্র

প্রাণায়াম—দক্ষিণনাসাপুট ধারণ করিয়া মূলমন্ত্র (ঐং) ষোড়শবার জলদ্বারা বায়ু পূরণ করিবে। পরে উভয় নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করতঃ চতুঃষষ্টিবার জপদ্বারা কুস্তক করিয়া, দ্বাত্রিংশবার জপদ্বারা দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু রেচন করিবে। পরে বিপরীতভাবে অর্থাৎ দক্ষিণনাসাপুটে বায়ু পূরণ করিয়া উভয়নাসা রুদ্ধ করতঃ কুস্তক করিবে এবং বামনাসা দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করিবে। পুনঃ বামনাসায় বায়ু পূরণ করিয়া কুস্তক করিয়া দক্ষিণনাসায় বায়ু পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ তিনবার করিলে, একবার প্রাণায়াম হয়। প্রাণায়াম পূরকে ষোড়শ, কুস্তকে চতুঃষষ্টি ও রেচকে দ্বাত্রিংশবার করিতে হয়। অসমর্থপক্ষে একবার করিলে প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়। অশক্তপক্ষে ষোড়শবার স্থলে চারিবার, চতুঃষষ্টিবার স্থলে ষোড়শবার এবং দ্বাত্রিংশবার স্থলে আটবার জপ করিলে সিদ্ধ হয়। অতঃপর ভূতশুদ্ধি করিবে।

অথ ভূতশুদ্ধি—রং ইতি জলধারয়া বহিঃপ্রাকারং বিচিন্ত্য স্বাক্ষে উভানৌ করৌ কৃত্বা হংস ইতি মন্ত্রেণ জীবাগ্নানং হৃদয়স্থঃ দীপকলিকাকারং মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিন্যা সহ সুযুনা-বর্জনা মূলাধারস্থানিষ্ঠানমণিপূরকানাহত-বিগুদ্বাজ্জাখ্য যট্চক্রাণি ভিত্তা শিরোহবস্থি-
তাদ্যোমুখ সহস্রদলকমলকর্নিকান্তর্গত পরমাগ্নিসংযোজ্য তত্রৈব পৃথিব্যাণ্ডেজাব্যাকাশগন্ধরসরূপস্পর্শশব্দনাসিকাজিহ্বাচক্ষুস্তক্শ্রোত্র-

তি
পূজা
সরস্বতী
মন্ত্র

বাক্পাণিপাদপায়ুপস্থ প্রকৃতিমনোবুদ্ধ্যহঙ্কাররূপচতুর্বিংশতিতত্ত্বানি লীলানি বিভাব্য দক্ষিণনাসাপুটং ধৃত্বা যমিতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং বামননাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য, নাসাপুটৌ ধৃত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুস্তকং কৃত্বা, বামকুক্ষিহৃৎকৃষ্ণবর্ণং পাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোষ্য, তস্য দ্বাত্রিংশবারজপেন দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ দক্ষিণনাসাপুটে রমিতি বহিবীজং রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা তস্য ষোড়শবার জপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুস্তকং কৃত্বা, পাপপুরুষেণ সহ দেহং দধ্ব্য, তস্য দ্বাত্রিংশবারজপেন বামনাসয়া ভস্মেন সহ বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ ঠমিতি চন্দ্রবীজং শুক্লবর্ণং বামননাসাপুটে তস্য ষোড়শবারজপেন ললাটে চন্দ্রং নীত্বা, নাসাপুটৌ ধৃত্বা যমিতি বরুণবীজস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুস্তকং কৃত্বা তন্মাল্লাটস্থচন্দ্রাদ্গলিতসুধয়া মাতৃকাবর্ণাঙ্কিকয়া সমস্তদেহং বিরচর্য্য লমিতি পৃথিবীজস্য দ্বাত্রিংশবারজপেন দেহং সুদৃঢ়ং বিচিন্ত্য, দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ, হংসঃ ইতি মন্ত্রেণ জীবং স্বস্থানে সংস্থাপ্য কুণ্ডলিনীং পৃথিব্যাঙ্গিনী চ যথাস্থানে সংস্থাপয়েৎ।।” পরে ন্যাসাদি করিবে।

মাতৃকান্যাস—অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতীদেবতা হলৌবীজানি স্বরাঃ শব্দয়ঃ মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ।। শিরসি—ওঁ ব্রহ্মাণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্র্যেচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—ওঁ মাতৃকা-সরস্বত্যেদেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ হল্ভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়োঃ—ওঁ স্বরেভ্যো শব্দেভ্যো নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে—ওঁ অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ।

অন্তর্মাতৃকান্যাস—অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ঌং ৯ং ১০ং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ ইতি কণ্ঠে। কং খং গং ঘং ঙং চং ছং

জং ঝং ঞং টং ঠং ইতি হৃদয়ে। ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং ইতি নাভৌ। বং ভং মং যং রং লং ইতি লিঙ্গমূলে। বং শং
বং সং ইতি মূলাধারে। হং ক্ষং ইতি ব্রুমধ্যে।

বাহ্যমাতৃকান্যাস—“ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃ পদ্মধ্যবক্ষঃস্থলাং ভাস্কমৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্। মুদ্রামক্ষণ্ডগং
সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাধঃ হস্তানুজৈর্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগুদেবতামাশ্রয়ে।। অং নমঃ (ললাটে), আং নমঃ (মুখবৃত্তে), ইং ঈং
নমঃ (চক্ষুয়োঃ), উং উং নমঃ (কর্ণয়োঃ), ঋং ঋং নমঃ (নাসাঃ), ৯ং ৯ং নমঃ (গণ্ডয়োঃ), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ঐং নমঃ (অধরে), ওং
নমঃ (উর্দ্ধদন্তে), ঔং নমঃ (অধোদন্তে), অং নমঃ (মস্তকে), অঃ নমঃ (মুখে), কং নমঃ (দক্ষবাহুমূলে), খং নমঃ (কূপরে), গং নমঃ
(মণিবন্ধে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঙং নমঃ (অঙ্গুল্যাগ্রে), চং নমঃ (বামবাহুমূলে), ছং নমঃ (কূপরে), জং নমঃ (মণিবন্ধে), ঝং নমঃ
(অঙ্গুলিমূলে), ঞং নমঃ (অঙ্গুল্যাগ্রে), টং নমঃ (দক্ষিণোক্ষমূলে), ঠং নমঃ (জানুনি), ডং নমঃ (গুলফে), ঢং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ণং
নমঃ (অঙ্গুল্যাগ্রে), তং নমঃ (বামোক্ষমূলে), থং নমঃ (জানুনি), দং নমঃ (গুলফে), ধং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), নং নমঃ (অঙ্গুল্যাগ্রে), পং
নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে), বং নমঃ (পৃষ্ঠে), ভং নমঃ (নাভৌ), মং নমঃ (উদরে), যং নমঃ (হৃদি), রং নমঃ
(দক্ষকক্ষে), লং নমঃ (ককুদি), বং নমঃ (বামকক্ষে), শং নমঃ (হৃদয়াদিদক্ষহস্তে), যং নমঃ (হৃদয়াদি বামহস্তে), সং নমঃ (হৃদয়াদি
দক্ষিণপাদে), হং নমঃ (হৃদয়াদিবামপাদে), লং নমঃ (হৃদয়াদ্যদরে) ক্ষং নমঃ (হৃদয়াদিমুখে)।।

সংহারমাতৃকান্যাস—ওঁ অক্ষয়জং হরিণপোতমুদগ্রটক্ষং, বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্। অর্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং
বর্ণেশ্বরীং প্রণমত স্তনভারনম্রাম্।। ক্ষং নমঃ—হৃদয়াদিমুখে, লং নমঃ—হৃদয়াদিজঠরে, হং নমঃ—হৃদয়াদিবামপাদাগ্রে, সং নমঃ—
হৃদয়াদিদক্ষিণপাদাগ্রে, যং নমঃ—হৃদয়াদিবামকরাগ্রে, শং নমঃ—হৃদয়াদিদক্ষিণকরাগ্রে, বং নমঃ—বামকক্ষে, লং নমঃ—ককুদি, রং
নমঃ—দক্ষিণকক্ষে, যং নমঃ—হৃদি, মং নমঃ—উদরে, ভং নমঃ—নাভৌ, বং নমঃ—পৃষ্ঠে, ফং নমঃ—বামপার্শ্বে, পং নমঃ—
দক্ষিণপার্শ্বে, নং নমঃ—বামপাদাঙ্গুল্যাগ্রে, ধং নমঃ—অঙ্গুলিমূলে, দং নমঃ—গুলফে, থং নমঃ—জানুনি, তং নমঃ—বামপাদমূলে, গং
নমঃ—দক্ষিণপাদাঙ্গুল্যাগ্রে, ঢং নমঃ—অঙ্গুলিমূলে, ডং নমঃ—গুলফে, ঠং নমঃ—জানুনি, টং নমঃ—দক্ষপাদমূলে, ঐং নমঃ—
বামকরাঙ্গুল্যাগ্রে, ঋং নমঃ—অঙ্গুলিমূলে, জং নমঃ—বামমণিবন্ধে, ছং নমঃ—কূপরে, চং নমঃ—বামবাহুমূলে, ঙং নমঃ—দক্ষিণ
করাঙ্গুল্যাগ্রে, ঘং নমঃ—অঙ্গুলিমূলে, গং নমঃ—দক্ষমণিবন্ধে, খং নমঃ—কূপরে, কং নমঃ—দক্ষবাহুমূলে, অঃ নমঃ—মুখে, অং
নমঃ—মস্তকে, ঔং নমঃ—অধোদন্তপঙ্ক্তৌ, ওং নমঃ—উর্দ্ধদন্তপঙ্ক্তৌ, ঐং নমঃ—অধরে, এং নমঃ—ওষ্ঠে, ৯ং নমঃ—বামগণ্ডে,
৯ং নমঃ—দক্ষিণগণ্ডে, ঋং নমঃ—বামনাসাপুটে, ঋং নমঃ—দক্ষিণনাসাপুটে, উং নমঃ—বামকর্ণে, উং নমঃ—দক্ষিণকর্ণে, ঈং নমঃ—
বামনেত্রে, ইং নমঃ—দক্ষিণনেত্রে, আং নমঃ—মুখবৃত্তে, অং নমঃ—ললাটে।

মানসপূজা—মূলাধার হইতে ব্রহ্মারন্ধ্র পর্য্যন্ত বিদ্যুৎগা কুণ্ডলিনীশাক্তকে চিন্তা করিয়া স্বীয় হৃৎপদ্যে পূজনীয় দেবতাকে রত্নবেদীকার উপর সংস্থিত এইরূপ ভাবনা করতঃ। যথাক্রমে কুণ্ডলিনীপাত্রস্থ বারি পাদ্য, মনকে অর্ঘ্য, সহস্রদলস্থিত সুধাকে আচমনীয়, চতুর্বিংশতি তত্ত্বাত্ত্বক অহিংসাদি নিম্নলিঙ্গসকলকে পুষ্প, প্রাণবায়ুকে ধূপ, তেজস্বরূপ দীপ, অমৃতরূপ নৈবেদ্য, আকাশরূপ চামর, সূর্য্যরূপ দর্পণ, চন্দ্ররূপ ছত্র এবং অনাহতধ্বনিতরূপ ঘণ্টা নিবেদন করিবে।

বিশেষাৰ্ঘ্য—স্ববামে ত্রিকোণমণ্ডল করতঃ তদুপরি ত্রিপদিকা স্থাপন করিয়া “ফট্” মন্ত্রে শঙ্খাদি অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন করিয়া “নমঃ” মন্ত্রে পাত্রে গন্ধপুষ্পদূর্ব্বাদি স্থাপন করিবে। পরে বিলোমমাতৃকা পাঠ করতঃ জল দ্বারা শঙ্খ পূরণ করিবে, যথা—“ক্ষং হং সং যং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং গং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অং ঐং ওং ঐং এং ঋং ৯ং ঌং ডং উং ঊং ঋং ইং আং অং অঃ নমঃ।” অতঃপর মূলমন্ত্রে (ঐং) পুনরায় বিভাগ পূরণ করিবে। পরে শঙ্খাদি পাত্রে “ওঁ অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ”, জলে “ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ”, ত্রিপদিকাতে “ওঁ মং বহিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ” গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া অঙ্কুশমুদ্রায় (পৃঃ ৯) “ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতী। নন্দাদে সিদ্ধিকাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু” মন্ত্রে সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থাদির আবাহন করতঃ জলে দেবীর ধ্যান করিয়া “হুং” মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা, (পৃঃ ৯) বৌষট্” মন্ত্রে গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া জলে দেবতার পূজা করতঃ মৎস্যমুদ্রায় (পৃঃ ৯) আচ্ছাদন করিয়া দেবীর মূলমন্ত্র দশবার

জপ করিবে। অতঃপর “বং” মন্ত্রে ধেনুমুদ্রায় (পৃঃ ৯) অমৃতীকরণ করিয়া উক্ত জল প্রোক্ষণীপাত্রে (কোশায়) কিঞ্চিৎ রক্ষা করিবে এবং নিজেকে ও পূজোপকরণসমূহ অভ্যক্ষণ করিয়া পীঠপূজা করিবে।

পীঠপূজা—গন্ধপুষ্প দ্বারা “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মণ্ডলায় নমঃ” মন্ত্রে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে বা অষ্টদলপদ্যে পূজা করিয়া উক্ত মণ্ডলে পীঠপূজা করিবে। যথা—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ প্রকৃত্যে নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যে নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমন্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবেদীকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ। অগ্ন্যাদিকোণচতুষ্টয়ে—ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ। বামস্কন্ধে—ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। বামোক্ষমূলে—ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণোক্ষমূলে—ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। মুখে—ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ। বামপার্শ্বে—ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। নাভৌ—ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। মধ্যে—ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ, ওঁ তং তমসে নমঃ, ওঁ আং আত্মনে নমঃ, ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ, ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। পূর্ব্বাদি অষ্টকেশরে—“ওঁ মেধায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ,



গালিনীমুদ্রা

ওঁ প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ, ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ, ওঁ ধৃত্যৈ নমঃ, ওঁ স্মৃত্যৈ নমঃ, ওঁ বুদ্ধ্যৈ নমঃ।” মধ্যে—“ওঁ বিদ্যেশ্বর্যো নমঃ।
তদুপরি—“ওঁ বর্ণকমলাসনায় নমঃ।” অতঃপর বেদীশোধন ও বিতানশোধন করিয়া স্ববেদান্ত মন্ত্রে ঘট স্থাপন করিবে।

বেদীশোধন—ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বহিষা বহিরিন্দ্রিয়ম্। যুপেন যুপ আপ্যায়তাং প্রণীতোহগ্নিরগ্নিনা।

বিতানশোধন—ওঁ উর্ধ্ব উ য় ৭ উতয়ে, তিষ্ঠা দেবো না সবিতা। উর্দ্ধো বাজস্য সবিতা যদঞ্জিভিক্সাঘন্টির্বিহয়ামহে।

ঘটস্থাপন সামবেদি—ভূমিতে হাত দিয়া পাঠ্য—ওঁ মহিব্রীণামবরস্তুদ্যক্ষ্যং মিত্রস্যার্যাম্। নঃ দুরাধক্ষং বরুণস্য। ধান্য—ওঁ
ধানবন্তং করন্তিণমপুবন্তমুক্থিনং, ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ। ঘট—ওঁ আবিশন্ কলশং সুতো বিশ্বা অর্যমভিশ্রিয়ঃ। ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে॥
জল—ওঁ আ নো মিত্রাবরুণা। ঘটৈর্গব্যতি-মুক্ততম্। মক্ষারজাংসি সুক্রতু। পল্লব—ওঁ অয়মুজ্জীবতো বৃক্ষ উজ্জীবফলিনী ভব। পর্ণং
বনস্পতে নুভ্রা চ সূয়তাং রয়িঃ। ফল—ওঁ ইদং নরোনোধিতাহবন্তে, যৎপর্যায়ুনজতে ধিয়স্তাঃ। শূরো নৃযাতা শ্রবসশ্চকাম। আগোমতি
ব্রজে ভজা ত্বং নঃ। বস্ত্র—ওঁ যূবাসুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীবাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি, স্বাধ্যো মনসা
দেবয়ন্তঃ॥ সিন্দুর—ওঁ সিদ্ধোরচ্ছাসে পতয়ন্তমুক্ষণং হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সু গৃভগতে॥ পুষ্প—ওঁ শ্রীরসি ময়ি রমস্ব॥ স্থিরীকরণ—
ওঁ ত্বাবতঃ পুরুবসো বয়মিन्द्र প্রণেতঃ স্মসিস্তাতহরীণাম্॥ কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ্য—“ওঁ সৰ্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সৰ্ব্বদেবীসমদ্বিতম্। ইমং
ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ॥

যজুর্বেদি ॥ ভূমি—ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্বধার্য বিশ্বস্য ভুবনস্য ধাত্রী ॥ পৃথিব্যাং যচ্ছ দৃশ্যং, পৃথিব্যাং মা হন্তংসাহ ॥

धान्य—धान्यमसि धिनुहि देवान् धिनुहि यज्जपतिम्। धिनुहि मां यज्जन्याम्। कलश—ॐ आ जिघ्र कलशं, मह्यत्वा विशद्विन्दवः। पुनरुर्ज्जा
निवर्तस्य सा नः सहस्रं धूम्रैरुधारा पयस्वती, पुनर्मा विशतादयिः॥ जल—ॐ वरुणस्योत्तुनमसि। वरुणस्य स्रुप्तसज्जनी इहः। वरुणस्य

ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ ॥ পল্লব—ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম, ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কাণোতি। ধন্বনা সর্বাঃ প্রদিশো জয়েম ॥ ফল—ওঁ যাঃ ফলিনার্যা অফলা অপুত্পা যাশ্চ পুত্পিণীঃ। বৃহস্পতি-প্রসূতাস্তা নো মৃধন্তুগুংহসঃ।

সিন্ধব—ওঁ সিদ্ধোবির প্রাধ্বনে শয়নাসো বা তপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহাঃ ॥ ঘটস্য ধারা অরুষো না বাজী কাষ্ঠাভিন্দুম্মিভিঃ পিধমানঃ ॥

পুষ্প—ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষীশ্চ পদ্মা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমধিনৌ ব্যাভূম্। ইযন্নিষাণ মুম্মইষাণ সর্বলোকস্মইষাণ ॥ বস্ত্র—ওঁ

“ওঁ স্থিরো ভব বিদ্ভঙ্গ আশুভব বাজ্যকৰ্ণ পৃথুভব সুযদমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ॥” কৃতাজ্জলি হইয়া পাঠ্য—“ওঁ সৰ্ব্বতীর্থোদ্ভবঃ বারি সৰ্ব্বদেবসমম্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ॥” অতঃপর কাণ্ডরোপণ ও সূত্রবেষ্টন মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবীর আবাহন করিবে।

কাণ্ডরোপণ মন্ত্ৰ—কাণ্ড অর্থাৎ তীরকাঠি স্পর্শ করিয়া পাঠ্য—“ওঁ কাণ্ডাং কাণ্ডাং প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষস্পরি। এবানো দুর্কেষু প্রতনু সহস্রেন শতেন চ॥

সূত্রবেষ্টন মন্ত্র—সূত্র স্পর্শ করিয়া পাঠ্য—“ওঁ সূত্রমাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মানমদিতং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগমগমবন্তি মা রুহেমা স্বস্তয়ে॥”

আবাহন—কুর্মমুদ্রা পুষ্প গ্রহণ করিয়া দেবীর ধ্যান করতঃ মূলমন্ত্র (ঐং) উচ্চারণপূর্বক পুষ্পে দেবীর অবস্থানে চিন্তা করিয়া



আবাহনমুদ্রা



স্থাপনমুদ্রা



সান্নিধাপনমুদ্রা



সান্নির্োধনমুদ্রা



সম্মুখীকরণমুদ্রা



কুর্মমুদ্রা



পরমীকরণমুদ্রা

পুষ্প ঘটে স্থাপন করিবে। অতঃপর আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ দেবতার আহ্বান করিবে, যথা—“ওঁ ভূর্ভবঃস্বর্ভগবতি সরস্বতীদেবী স্বকীয় পরিবারগণসহিত। ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ (আবাহনী মুদ্রা), ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ (স্থাপনীমুদ্রা), ইহসন্নিধেহি (সান্নিধাপনী মুদ্রা), ইহসন্নিরুধ্যস্ব (সান্নির্োধনী মুদ্রা), অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ (সম্মুখীকরণী মুদ্রা)।” অতঃপর “হং” মন্ত্রে অবগুষ্ঠন মুদ্রা (পৃঃ ৯) প্রদর্শন করিয়া মূলমন্ত্রে দেবীর ষড়ঙ্গন্যাস করতঃ “বং” মন্ত্রে, ধেনুমুদ্রা (পৃঃ ৯) ও পরমীকরণ মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। অতঃপর কৃতাজ্জলি হইয়া পাঠ্য—ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমম্বিতে। যাবত্নাং পূজয়িষ্যামি তাবত্নংসুস্থিরা ভব॥” অতঃপর চক্ষুর্দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে।

চক্ষুর্দান—কুশের অগ্রভাগ দ্বারা কজ্জল গ্রহণ করিয়া অগ্রে উর্ধ্বনেত্রে, পরে বামনেত্রে এবং তৎপরে দক্ষিণনেত্রে চক্ষুর্দান করিবে। মন্ত্র যথা, উর্ধ্বনেত্রে—“ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুবদুতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্টয়া বৃতা॥” বামনেত্রে—“ওঁ আ প্যায়স্য সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষগম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে॥” দক্ষিণনেত্রে—“ওঁ চিত্রং দেবানামৃদলনীকং, চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ আ প্রা দ্যাভাপৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য আতা জগতন্তুশ্বশ্চ॥”

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—কুশ ও পুষ্পাদি গ্রহণ করতঃ প্রতিমার মস্তকে দেবতার মূলমন্ত্র (ঐং) অষ্টোত্তর শতবার জপ করিবে। অতঃপর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া প্রতিমার মস্তক হইতে পাদপীঠ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা দেবীপ্রতিমার হৃদয় অথবা কপোল স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে, যথা—“ওঁ আং হ্রীং, ক্রোং যং রং লং বং শং সং যং হৌং হংসঃ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যা প্রাণা ইহ প্রাণাঃ॥ ওঁ আং হ্রীং ক্রোং



লেলিকা মুদ্রা

যং রং লং বং শং সং যং হৌং হংসঃ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যাঃ জীব ইহস্থিত ॥ ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং সং যং হৌং হংসঃ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যাঃ সর্বেশ্বরীণি ইহস্থিতানি ॥ ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং সং যং হৌং হংসঃ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যাঃ বাজ্ঞানশ্চক্ষুঃশ্রোত্রপ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা ॥” অতঃপর লেলিহামুদ্রায় প্রতিমার হৃদয় স্পর্শ করিয়া মন্ত্র পাঠ্য, যথা—“ওঁ মনোজ্যোতির্জুষতামাজাস্য, বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্তরিষ্ঠং যজ্ঞঃ সমিমং দধাতু, বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তমোম প্রতিষ্ঠা ॥ অসৌ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু, অসৌ প্রাণা ক্ষরন্তু চ। অসৌ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা ॥ ওঁ হংসঃ শুচিষদসুরভিরক্ষসকোতা বেদিসদতিথির্দুরোগসং নৃষম্বরসদৃত সদ্রোম সদজা গোজা ঋতজা ঋতং বৃহৎ ॥ ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুঃ স্ববতে বীর্যোন মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ। অসৌক্ষ্মত্রিষু বিক্রমণেদুধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্ব ॥ ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু তৃপ্তা রূপানি পিংশতু। আসিধ্বতু প্রজাপতিধাতা গর্ভং দধাতু ত্রৈ ॥ ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্। উর্বারুক্মিববন্ধনামৃত্যুমুক্ষীয়মাষমৃতাং স্বাহা ॥” অতঃপর গায়ত্রী পাঠ্য ॥ অতঃপর গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া প্রধান পূজা আরম্ভ করিবে।

গণেশাদির পূজা—গণেশের ধ্যান, যথা—“ওঁ” খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং, সুন্দরং প্রসন্নমুদগন্ধলুপ্ত মধুপ ব্যালোল গণ্ডস্থলম্। দস্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুরশোভাকরং, বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম ॥” এই ধ্যান পাঠ করিয়া “এষ গন্ধঃ ওঁ গণেশায় নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ গণেশায় নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ গণেশায় নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ গণেশায় নমঃ, এতন্মৈবেদ্যম্ ওঁ গণেশায় নমঃ, মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করতঃ প্রণাম করিবে, যথা—“ওঁ একদন্তং মহাকাযং লম্বোদর গজাননম্। বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরস্বং প্রণমাম্যহম্ ॥ অনন্তর সূর্য্যের পূজা করিবে। ধ্যান যথা—“ওঁ রক্তাঙ্গজাসনমমশেষগুণৈকসিদ্ধি, ভানুং সমন্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মদয়াভয়বরান্ দধতং করাজৈর্মাণিক্যমৌলিমরুণান্দরুচিং ত্রিনেত্রম্” ধ্যান পাঠ করিবে “এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। “ওঁ জবাকুমুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বাস্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্ ॥” অনন্তর বিষ্ণুর পূজা করিবে। ধ্যান যথা—“ওঁ ধ্যেয়ং সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণং সরসিজাসন সন্নিবিষ্টং। কেয়ুরকনককুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্র ॥” ধ্যান পাঠ করিয়া “এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া “ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥” মন্ত্রে প্রণাম করিবে। অনন্তর শিবপূজা করিবে। ধ্যান যথা—“ওঁ ধ্যায়েমিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চাক্রচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্লোজ্জ্বলাং পরশুমৃগবরাভীতিহন্তং প্রসন্নম্। পদ্মাসীনং সমস্তাং স্তুতমমরগণৈর্ব্যাহকৃন্তি বসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্ ॥” এই ধ্যান পাঠ করিয়া “এষ গন্ধঃ ওঁ শিবায় নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। অনন্তর দুর্গাপূজা করিবে, যথা—“ওঁ কালাত্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবর্ধেন্দুরেখাং, শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং

তিনেত্রাম্। সিংহস্বচ্ছাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসাপুরয়ন্তীং ধ্যায়েদুর্গাং জয়াস্ব্যং ত্রিদেশপরিবৃত্তাং সেবিতাং সিদ্ধিকামেঃ” এই ধ্যান পাঠ করিয়া “এষ গন্ধঃ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈঃ নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে, যথা—“ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গলো শিবে সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোহস্তুতো॥” পরে প্রধান পূজা করিবে।

প্রধান পূজা—প্রথমে দেবীর ধ্যান—(পৃঃ ১৭) করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করতঃ মন্ত্র পাঠ সহকারে যথাযথ উপচারসকল ক্রমানুসারে নিবেদন করিবে, যথা, আসন—প্রথমে রজতাসন গ্রহণ করিয়া “বৎ এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ” মন্ত্রে আসন শোধন করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় ওঁ শ্রীবিষণ্বে নমঃ” মন্ত্রে নারায়ণে গন্ধপুষ্প দিয়া “এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ” মন্ত্র পাঠ করত “ওঁ আসনং গৃহং দেবেশি যৎ কৃতং শোভনং ময়া। সর্বকামফলং দেহি বাগীশ্বরী নমোহস্তুতে॥ এতৎ রজতাসনং ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ” মন্ত্রে দেবীকে নিবেদন করিবে। স্বাগত—“ওঁ ভূভুবঃস্বৰ্ভগবতি শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবী স্বাগতং সুস্বাগতং কুশলং তে। ওঁ স্বাগতং অনুগৃহীতোহস্মি সুখাগতমিদং শুভম্। প্রপন্না ভব দেবেশি কৃপাং কুরু হরিপ্রিয়ে॥” পাদ্য—পাদ্য গ্রহণ করতঃ উপরোক্ত প্রকারে অর্চনা করতঃ “ওঁ পাদ্যং গৃহাণ দেবেশি সর্বদুঃখাপহারকম্। ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে বিষ্ণুবল্লভে॥ এতৎ পাদ্যং ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ॥” অর্ঘ্য—অর্ঘ্য গ্রহণ করতঃ অর্চনা করিয়া “ওঁ দুর্বাক্ষতসমায়ুক্তাং গন্ধপুষ্পাং তথা পরম্।

শোভনং শঙ্খপাত্রস্থং গৃহাণ দেবি সারদে॥” ইদমর্ঘ্যং (যজু—এযোহর্ঘ্যং) ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ॥” আচমনীয়—“ওঁ মন্দাকিন্যাস্ত্র যদ্বারি সর্বপাপহরং শুভম্। গৃহাণাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্॥ ইদমাচমনীয়ং “ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ।” মধুপর্ক—ওঁ মধুপর্কং মহাদেবি ব্রহ্মাদ্যে পরিকল্পিতম্ ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ বাগ্বাগিনী॥ এষ মধুপর্ক ওঁ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ॥” পুনরাচমনীয়—ওঁ উচ্ছিষ্টোহপ্যশুচির্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ। শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্॥ ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ॥” স্নানীয়—ওঁ জলধঃ শীতলং স্বচ্ছং নিত্যং মনোহরম্। স্নানার্থাস্তে প্রযচ্ছামি বাগীশ্বরী প্রগৃহ্যতাম্। ইদং স্নানীয় জলং ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ॥” বস্ত্র—“ওঁ সুশুক্লং পরমং দেবি সুন্দরং সুমনোহরম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা বস্ত্রং তে প্রতিগৃহ্যতাম্। ইদং বস্ত্রং ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ॥ রজতাভরণ—“ওঁ দিব্যরত্নসমায়ুক্তা বহিভানুসমপ্রভা। গাত্রানি শোভয়িষ্যন্তি অলঙ্কারাস্ত সারদে॥ ইদং রজতাভরণং ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ॥” গন্ধ—“ওঁ শরীরন্তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব নৈব চ। রন্ধ মাং সর্বতো দেবি গন্ধানৈতান্ গৃহাণ চ।” এষ গন্ধং ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ॥” পুষ্প—“ওঁ পুষ্পং মনোহরং রম্যং সুগন্ধি দেবনির্মিতম্। হৃদ্যমদ্ভুতমাগ্রেয়ং গৃহ্যতাং বিষ্ণুবল্লভে॥ ইদং পুষ্পং ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ॥ ধূপ—“ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যে গন্ধাঢ্য সুমনোহর। ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্। এষ ধূপঃ ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ॥” দীপ—“ওঁ অগ্নিজ্যোতি

রবিজ্যোতিশ্চন্দ্রজ্যোতিষথৈব চ। জ্যোতিষামুত্তমো দেবি দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ এষ দীপঃ ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যৈ নমঃ ॥
নৈবেদ্য—“ওঁ নৈবেদ্যং ঘৃতসংযুক্তং নানারসসমম্বিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ সুরপূজিতে। ইদং সোপকরণমাম্ননৈবেদ্যং ওঁ ঐং
শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যৈ নমঃ ॥” ফলমূলাদিনৈবেদ্য—“ওঁ ফলমূলাদি সৰ্ব্বানি গ্রাম্যারণ্যানি যানি চ। নানাবিধ সুগন্ধীনি গৃহু দেবি যথাসুখম্।
ইদং ফলমূল নৈবেদ্যং ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যৈ নমঃ ॥ রচনা—“ওঁ নানাফলসমায়ুক্তং নানাবস্তু সমম্বিতাম্। রচনাস্তে প্রযচ্ছামি গৃহাণ
পরমেশ্বরী ॥ এষ রচনা ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যৈ নমঃ ॥” তাম্বুল—“ওঁ ফলপত্র সমায়ুক্তং কপূরেণ সুবাসিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা
তাম্বুলং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ এতত্তাম্বুলং ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যৈ নমঃ ॥” সিন্দুর—“ওঁ সিন্দুরং সুন্দরং দেবি ভক্তুরাযুবিবর্দ্ধনম্।
সৰ্ব্বরত্নাধিকং দিব্যং সিন্দুরং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ইদং সিন্দুরং ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যৈ নমঃ ॥ পুষ্পমালা—“ওঁ সুত্রেণ গ্রথিতং মালাং
নানাপুষ্প সমম্বিতম্ ॥ শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণমালাং গৃহাণ বিষ্ণুবল্লভে। ইদং পুষ্পমালাং ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যৈ নমঃ ॥” অন্ন—“ওঁ অন্নং
চতুর্বিধং দেবি রসৈঃ ষড়্ভিঃ সমম্বিতম্। উত্তমং প্রাণদং চৈব গৃহাণ মম ভাবতঃ ॥ ইদমন্নং ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যৈ নমঃ ॥” অন্ন
নিবেদন করতঃ ধেনুমুদ্রায় (পৃঃ ৯) অন্নকে অমৃতীকরণ করিয়া পঞ্চগ্রাস মুদ্রা প্রদর্শন করতঃ আচমনীয়ার্থে জল দিয়া মূলমন্ত্র (ঐং)
জপ করিবে। পরে পুনরাচমনার্থে জল দিবে। অতঃপর “ওঁ পুষ্টকায় নমঃ” মন্ত্রে পুষ্টকের, ওঁ মস্যাধারায় নমঃ মন্ত্রে মস্যাধারের

(দোয়াত), “লেখন্যৈ নমঃ” মন্ত্রে লেখনীর (কলম) ও “ওঁ বাদ্যযন্ত্রায় নমঃ” মন্ত্রে বাদ্যযন্ত্রাদির প্রত্যেকের পক্ষে পচায়ে পূজা করিবে।
অনন্তর যথাশক্তি উপচারে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিবে, ধ্যান—“ওঁ পাশাঙ্কমালিকান্তোজসৃণভিৰ্যাম্য সৌম্যয়োঃ। পদ্মাসনস্থং ধ্যয়েচ্চ
শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্। গৌরবর্ণাং স্বরূপাঞ্চ সৰ্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্। রৌক্সপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু ॥” মন্ত্র—ওঁ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ
নমঃ ॥ অতঃপর “ওঁ হংসায় নমঃ” মন্ত্রে দেবীবাহন হংসের যথাশক্তি পূজা করতঃ ইন্দ্রাদিদশাদিকপাল, আদিত্যাদিনবগ্রহ, মংস্যাদি
দশাবতার, গন্ধা, যমুনা ও বাস্তুপুরুষের পূজা করতঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে, মন্ত্র, যথা—“যথা ন দেবো ভগবান ব্রহ্ম
লোকপিতামহঃ। ত্বাং পরিত্যজ্য সংতিষ্ঠেৎ তথা ভব বরপ্রদা। দেবাং পুরাণশাস্ত্রানি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ। ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা
মে সিস্তু সিন্ধয় ॥ ওঁ লক্ষ্মীর্মেধাধরাপুষ্টিগৌরীতুষ্টিপ্রভাধৃতি। এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্মাং সরস্বতী ॥” পরে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান
করতঃ প্রণাম করিবে।

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র—“ওঁ জয় জয় দেবি চরাচরসারে, কুচযুগশোভিতমুত্তাহারে ॥ বীণাপুষ্টকরঞ্জিত হস্তে, ভগবতী ভারতীদেবি
নমোহস্ততে ॥ এষ সচন্দন গন্ধপুষ্পাঞ্জলি ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যৈ নমঃ ॥ ওঁ সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে। বিদ্যারূপে
বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্ততে। এষ সচন্দন গন্ধপুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদি ॥ “ওঁ সা মে ভবতু জিহ্বায়াং বীণাপুষ্টকধারিণী। মুরারীবল্লভা
দেবী সৰ্ব্ব শুক্লা সরস্বতী। এষ সচন্দন গন্ধপুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদি ॥” প্রণাম মন্ত্র—“ওঁ সরস্বতৌ নমো নিত্যং ভদ্রকালৌ নমো নমঃ ॥

বেদবেদাঙ্গ বেদান্ত বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ ॥” অনন্তর ভোগ নিবেদন করতঃ আরত্রিকাদি করিয়া স্ববেদান্ত হোম করতঃ স্তবকবচাদি পাঠ করিবে।

সামবেদি হোম—(কুশাণ্ডিকা) চতুর্হস্ত পরিমিত চতুষ্কোণ কেশতুষাঙ্গারবর্জিত গোময়াদিলিপ্ত স্থলে বালুকা ব্যাপ্ত করিয়া কুশাসনে পূর্বমুখে উপবেশন করিবে। হোমকার্য্যে মাথায় উষ্মীষ (পাগড়ি) বন্ধন ও তিলকাদি দ্বারা ললাটে শোভিত করিবে। অনন্তর দক্ষিণজানু পাতিত করিয়া উত্তরদিকে অভ্যক্ষণার্থ কুশকুসুমসহিত জলপাত্র স্থাপন করিবে। কোশার পশ্চিমে উত্তরাগ্র করিয়া কয়েকগাছি কুশ পাতিয়া বহিস্থাপন পর্যন্ত ঐ কুশের প্রাদেশপরিমিত একটি কুশ বামহস্তে লইয়া ঐ হস্ত চিতভাবে রাখিবে। পরে দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা গৃহীত কুশমূলে রেখাকরণ করিবে। রেখাকরণে অগ্রে পাতিত বালুকার উপরি দ্বাদশাঙ্গুলি প্রমাণ কুশ নৈর্ঋতকোণ হইতে পূর্বমুখ করিয়া পাতিত করিবে। পরে একবিংশতি অঙ্গুলিপ্রমাণ অপর একটি কুশ উত্তরাস্য করিয়া স্থাপন করিবে। পরে সপ্তাঙ্গুলি প্রমাণ আর একটি কুশ দ্বিতীয় রেখার চারি অঙ্গুলি উর্ধ্বে, প্রথম কুশের সংলগ্ন করতঃ উত্তরাস্য করিয়া রাখিবে ও উহার উত্তরসীমা হইতে পূর্বমুখ করিয়া একটি প্রাদেশপরিমিত কুশ রাখিবে। পরে পূর্বক্রমে সাত অঙ্গুলি আর একটি কুশ প্রথম সপ্তাঙ্গুল কুশের উত্তরদিকে উত্তরাস্য করিয়া রাখিবে ও ঐ কুশের উত্তর হইতে পূর্বাস্য করিয়া প্রাদেশপরিমিত আর একটি কুশ রাখিবে। তৎপরে আর একটি সাত অঙ্গুলি কুশ দ্বিতীয় সপ্তাঙ্গুল কুশের উত্তরদিকে উত্তরাস্য করিয়া ও ঐ কুশের উত্তর হইতে পূর্বমুখ করিয়া আর একটি প্রাদেশপরিমিত কুশ রাখিয়া দিবে। এই প্রকারে সজ্জিত করিলে রেখাকরণের কালে সেই সেই কুশের মাত্র মন্ত্রপাঠ সহকারে রেখা টানিলেই কার্য্য সহজ হইবে। কেহ কেহ স্থণ্ডিল নির্মাণপূর্বক কুশ দ্বারা এককালেই রেখা টানিয়া থাকেন। পরে মন্ত্রপাঠ করিয়া স্পষ্টীকৃত করেন। রেখাকরণ মন্ত্র, যথা—দ্বাদশাঙ্গুলি পূর্বমুখী রেখা—“ওঁ রেখেয়ং পৃথ্বীদেবতাকা পীতবর্ণা” ॥ ১ ॥ তন্মূল হইতে একবিংশতি অঙ্গুলিপরিমিত উপরমুখী রেখা—“ওঁ রেখেয়ং অগ্নিদেবতাকা লোহিতবর্ণা” ॥ ২ ॥ প্রথম রেখা হইতে সপ্তাঙ্গুলি অন্তরিত প্রাদেশপরিমিত পূর্বাভিমুখী রেখা—“ওঁ রেখেয়ং প্রজাপতিদেবতাকা কৃষ্ণবর্ণা” ॥ ৩ ॥ পূর্বকার অন্য সপ্তাঙ্গুলি অন্তরিত প্রাদেশপরিমিত পূর্বভিমুখী রেখা—“ওঁ রেখেয়মিন্দ্রদেবতাকা নীলবর্ণা” ॥ ৪ ॥ উহা হইতে সপ্তাঙ্গুলি অন্তরিত প্রাদেশপরিমিত পূর্বাভিমুখী রেখা—“ওঁ রেখেয়ং সোমদেবতাকা শুক্লবর্ণা” ॥ ৫ ॥ তৎপরে ঐ পাঁচটি রেখার মূলদেশ হইতে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা যোগে কিঞ্চিৎ উৎকর (বালুকা) গ্রহণপূর্বক “প্রজাপতিঋষিরগ্নিদেবতা উৎকর নিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্ত পরাবসুঃ” মন্ত্রে অরত্টিপরিমিত (কনুই হইতে কনিষ্ঠার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত) দূরস্থানে ঈশানকোণে ফেলিয়া পূর্বস্থাপিত কোশার জলে রেখা অভ্যক্ষণ করিবে। পরে নিকট স্থাপিত অগ্নি হইতে অগ্নি গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিষ্টুপ্ছন্দোহগ্নিদেবতা অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ ॥” মন্ত্রপাঠ করিয়া গৃহীত অগ্নি হইতে কিয়দংশ নৈর্ঋতকোণে

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

পরিচালনা করিয়া অবশিষ্ট অগ্নি মন্ত্রপাঠ সহকারে স্থণ্ডিলের উপর দক্ষিণাবর্তে তৃতীয় রেখার উপর আত্মাভিমুখ করিয়া রাখিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিবৃহতীচ্ছন্দো প্রজাপতির্দেবতা অগ্নিহোমো বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বরোমঃ॥” তৎপরে পূর্বস্থাপিত বামকর তুলিয়া করঘোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবে, যথা—“ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদো দেবেভ্যোঃ হব্যং বহতু প্রজানন্॥ ওঁ সর্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্বতোহক্ষি শিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নি প্রণীতিঃ সর্বকর্মসু॥” পরে “ওঁ অগ্নে ত্বং বলদনামসি” মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ করিয়া “ওঁ পিতৃভ্রাতৃশ্রকেশাঙ্কঃ পীনাঙ্গজঠরোহরুণঃ। ছাগহঃ সাক্ষসূত্রোহগ্নি সপ্তার্চি শক্তিধারকঃ॥” ধ্যান পাঠ করিয়া “ওঁ বলদাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসম্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ” মন্ত্রে আবাহন করিয়া “এষ গন্ধঃ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, হবিনৌবেদ্যম্ ওঁ বলদাগ্নয়ে স্বাহা” মন্ত্রে পূজা করিবে। অতঃপর প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ আত্মাভিমুখ দিয়া ব্রহ্মস্থাপন করিবে। যথা—পূর্বস্থাপিত জলপাত্র হইতে জলধারা দিয়া বহির উত্তর হইতে দক্ষিণে অর্থাৎ অগ্নিকোণে স্থণ্ডিল হইতে অরতিপরিমিত দূরে জলধারা দিয়া কয়েকগাছি সাগ্রকুশ আদৃত করিয়া ব্রহ্মার আসন করিবে। যজমান কর্তৃক বৃত্ত ব্রাহ্মণ যদি ব্রহ্মা হয়েন, তবে আসনের পূর্বপাশে পশ্চিমাস্যে দাঁড়াইয়া বামকরের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আদৃত আসন হইতে একটি কুশ লইয়া মন্ত্রপাঠ করিবে। যদি উপরোক্ত বৃত্ত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মারূপে না হয়েন, তবে তৎপরিবর্তে নারায়ণশিলাকেই ব্রহ্মারূপে কল্পনা করিয়া লইবেন এবং হোতা মন্ত্রপাঠ করিবেন। যথা—“প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দেবতা তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্ত পরাবসু॥” মন্ত্র পাঠ করিয়া কুশাট দক্ষিণ-পাশ্চম কোণে ফেলিয়া দক্ষিণহস্তে জলস্পর্শ করতঃ বামপদের উপর দক্ষিণপদ রাখিয়া উত্তরমুখে পূর্বরক্ষিত আসন জলদ্বারা অভ্যক্ষণ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে—“প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আবসোঃ সদনে সীদ। ওঁ সীদামি॥” (প্রতিবচন)। তৎপরে উত্তরাস্যে ব্রহ্মস্থাপনপূর্বক হোতা কতিপয় কুশ বিনা মন্ত্রে ব্রহ্মাকে দিয়া জলদ্বারা অভ্যক্ষণ করিবে এবং “এতৎ কুশপত্রম্ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ॥” মন্ত্রে কুশ ও কুসুমদ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর হোতা পূর্বাস্যে উপবেশন করিয়া অযজ্ঞীয় ভাবাদি কথনের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তরূপ মন্ত্র পাঠ করিবে। ব্রহ্মা যদি বৃত্ত ব্রাহ্মণ হয়েন, তিনিও মন্ত্র পাঠ করিবেন, “প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা অযজ্ঞীয়বাগ্বেদনিমিত্তজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুবিচক্রেমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূচমস্য পাংশুলে॥ অনন্তর পাতিত দক্ষিণজানু হইয়া অধোমুখ দক্ষিণহস্তের উপরি বামহস্ত বিপরীতভাবে আত্মাভিমুখ করিয়া মাটিতে রাখিয়া ভূমিজপ মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—“পরমেষ্ঠিঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা ভূমিজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং ভূমের্ভজাম্যহমিদং ভবং সুমঙ্গলম্। পরাসপত্নান্ বার স্বান্যোয্যাং বিন্দতে ধনম্॥” অনন্তর দক্ষিণহস্তে কতিপয় কুশ লইয়া অগ্নির উত্তরদিক হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত দক্ষিণাবর্তে মন্ত্র পাঠ সহকারে তৃণাদিমার্জন ও শোধন করিবে, যথা—“কৌৎসঋষির্জগতীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা পৃষ্ঠস্য ষড়্হস্য ষষ্ঠেহহনি অগ্নিমাৰুতে শস্ত্রে পরিসমূহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমং স্তোমমর্হতে

জাতবেদসে রথমিব সম্বাহেমা মণীষয়া। ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মারিষ্যামা বয়ন্তব ॥ ওঁ ভবামেদ্যং কৃণবামা হবীংযিতে
চিত্যন্তঃ পর্বণা বয়ম্। জীবাতবে প্রতরাং সাধয়া ধিম্নোহগ্নে সখ্যে মারিষ্যামা বয়ন্তব ॥ ওঁ শকেম ত্বা সমিধং সাধয়া ধিয়াত্বেদেবা হবির
দন্ত্যাহতম্। ত্বামাদিত্যামাবহতাং হৃশ্মস্যগ্নে সখ্যে মারিষ্যামা বয়ন্তব ॥” অনন্তর সম্বাজ্জনী কুশসমূহ ঈশানকোণে ফেলিয়া ছিন্নমূল
সমানাগ্র কুশ গ্রহণ করিয়া অগ্নির পূর্বোত্তর দিকে তিনটি পূর্বাগ্রে কুশ স্থাপন ও তাহার নিম্নে আবার ঐরূপ কুশ পূর্বমুখ করতঃ
রাখিয়া উত্তরিষ্ঠ কুশের মূলদেশ আবরণ করিবে এবং পুনরায় আর একটি কুশ দ্বারা এরূপে উপরিষ্ঠ কুশের মূলদেশ আবরিত করিয়া
দিবে। অনন্তর অগ্নিকোণের উর্দ্ধস্থান হইতে নৈঋতকোণের নিম্নভাগ যাবৎ পূর্বের যেরূপ দেওয়া হইয়াছিল সেইরূপে পূর্বমুখী করিয়া
পঞ্চদশসংখ্যক কুশ প্রদান করিবে। পরে নৈঋতকোণের ঈষৎ উত্তরে উর্দ্ধ হইতে নিম্নক্রমে তিনগাছা কুশ রাখিবে। অনন্তর অগ্নির
উত্তরদিকে ঈশানকোণস্থ কুশের মূল আবরণপূর্বক অধঃক্রমে বায়ুকোণ যাবৎ দ্বাদশটি কুশ সাজাইয়া দিবে। পরে পূর্বাঙ্গি দিকক্রমে
দশদিকে আতপতগুল প্রক্ষেপ করিবে। যথা—“ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ওঁ যমায় স্বাহা, ওঁ নৈঋতায় স্বাহা, ওঁ বরুণায় স্বাহা,
ওঁ বায়বে স্বাহা, ওঁ কুবেরায় স্বাহা, ওঁ ঈশানায় স্বাহা, ওঁ অনন্তায় স্বাহা, ওঁ ব্রহ্মাণে স্বাহা ॥ অতঃপর খদির, পলাশ ও যজ্ঞডুমুর ইহাদের
কোন একটির কাষ্ঠের প্রাদেশপ্রমাণ দতাত্ত সমিধ গহণ করিয়া প্রজ্ঞপতিদেবতাকে মানে মানে দিয়া করিয়া কোটা কিঞ্চিৎ উত্তিতে হইয়া



অমন্ত্রক অগ্নিতে আত্মতি দিবে। অতঃপর আত্মত কুশ হইতে দুইগাছি সাগ্র কুশ লইয়া তাহী অপর একাট কুশদ্বিগি পাবিত্র বিধান কারণ।
 প্রাদেশপরিমিত রাখিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে নখ ব্যতীত ছেদন করিবে। যথা—“প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রদেবতে পবিত্রছেদনে বিনিয়োগঃ।
 ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণবো” অনন্তর ঐ পবিত্র বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা ধারণ করিয়া মন্ত্র সহকারে জলদ্বারা অভ্যক্ষণ করতঃ
 ঘূতের পাত্রে উত্তরাগ্র করিয়া রাখিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রদেবতে পবিত্রমার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণেগর্মনসা পূতে স্থঃ।”
 অতঃপর সেই ঘূতপাত্রে হোমার্থ ঘূত স্থাপন করতঃ পাত্রের উপর, দক্ষিণকর অধোমুখ করিয়া বামকর দক্ষিণকরের উপরে দিয়া
 অধোমুখভাবে পবিত্রের অগ্রদেশ দক্ষিণকরের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিবে এবং পশ্চাদ্ভাগ বামকরের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার দ্বারা
 ধারণ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিগায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যংদেবতা আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবত্বা
 সবিতোৎপুনাত্বাছিদ্রেণ। বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা॥” পরে পবিত্রের মধ্যভাগ ঘূত দ্বারা আলোড়নপূর্ব্বক ঐরূপভাবে পবিত্রদ্বারা
 ঘূত বহিতে অমন্ত্রক আত্মতি দিবে। তৎপরে পবিত্র গাছটি বামহস্তে গ্রহণ করিয়া জলের ছিটা দিবে এবং অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ
 করিবে। অনন্তর ঘূতপাত্রের তলদেশ জলদ্বারা মার্জনা করিয়া আজ্য সংস্কার করিবে। শুক, সুব প্রভৃতিও ঐভাবে সংস্কার করিবে।
 অতঃপর পাতিত দক্ষিণজানু হইয়া বামজানু উন্নত করতঃ বহির চতুর্দিকক্রমে উদকাঞ্জলিসেক করিবে। অগ্রে অগ্নির দক্ষিণভাগে





স্বাহা ॥ প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপচ্ছন্দঃ সূর্যদেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা ॥” হোমের পর ছতশেষ (হাত-ঝাড়) পাত্রান্তরে রাখিবে। পরে সঙ্কলিত বিশ্বপত্রের অর্চনা করিবে, যথা—“বং এতাভ্যো সাজ্যবিশ্বপত্রেভ্যো নমঃ। এতদধিপত্যেদেব্যঃ ওঁ ব্রহ্মাবিসৃগ্ধিবায় নমঃ। সম্প্রদানায় ওঁ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যৈ নমঃ ॥ অতঃপর “ওঁ লং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যৈ স্বাহা” মন্ত্রে এক একটি বিশ্বপত্র ঘৃতান্ত করিয়া হোম করিবে। পরে পুনরায় মহাব্যাহতিহোম করতঃ একটি ঘৃতান্ত প্রাদেশপ্রমাণ সমিধ অম্লধুক অগ্নিতে আহুতি দিয়া উদীচ্যকর্ম করিবে।

উদীচ্যকর্ম—প্রথমে প্রায়শ্চিত্তহোমের সঙ্কলন করিবে, যথা—“বিষ্ণুরৌ তৎসদ্য মাঘেমাসি মকররাশিছে ভাস্করে ওঁ বিষ্ণুঃ শ্রীপঞ্চম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা কৃতেহস্মিন্ হোমকর্মাণি যৎকিঞ্চিৎবৈশ্বগ্যংজাতং তদোষপ্রশমনায় ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যে ॥” অতঃপর “বিধু” নামক অগ্নির আবাহনাদি করিবে, যথা—“ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি।” মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ করিয়া ধ্যান করিবে, যথা—“ওঁ পিঙ্গভৃশ্মশ্রুকেশাঙ্কঃ পীণান্ধজঠরোহরণঃ। ছাগস্থঃ সান্ধসুরোহগ্নি সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ।” অতঃপর “ওঁ বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসম্নিধেহি, ইহসম্নিরূধ্যস্ব, অত্রাদিত্যং কুরু, মমপূজাং গৃহাণ” মন্ত্রে আবাহন করিয়া “এষ গন্ধঃ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হবিনৈবেদ্যম্ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে স্বাহা” মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া একটি প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতান্ত

সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর মহাব্যাহতিহোম (পৃঃ ৩৭) করিয়া ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোম কারবে। যথা—
“প্রজাপতিঋষিগায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্যোদেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ।
ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্যোদেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূভুবঃ স্বাহা॥” পরে গুনরায়
ওঁ স্বঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋষিবৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ স্বাহা॥” পরে গুনরায়
মহাব্যাহতিহোম করিয়া একটি ঘৃতাক্ত প্রাদেশ পরিমিত কুশ অগ্নিতে আত্মতি দিয়া নবগ্রহহোম করিবে।

নবগ্রহহোম—রবিগ্রহ—“ওঁ আকৃষ্ণে রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি
ভূবনানি পশ্যন্ স্বাহা, ইদং রবিগ্রহায় স্বাহা” ॥ ১ ॥ সোমগ্রহ—“ওঁ আ প্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোমবৃষগম্। ভবা বাজসা
সদৃথে স্বাহা, ইদং সোমগ্রহায় স্বাহা” ॥ ২ ॥ মঙ্গলগ্রহ—“ওঁ অগ্নিমূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিহ্বতি স্বাহা,
ইদং মঙ্গলগ্রহায় স্বাহা” ॥ ৩ ॥ বুধগ্রহ—“ওঁ অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্য। আদাশুষে জাতবেদো বহত্বমদ্যা দেবা উষক্বৃধঃ
স্বাহা, ইদং বুধগ্রহায় স্বাহা” ॥ ৪ ॥ বৃহস্পতিগ্রহ—“ওঁ বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন, রক্ষোহামিত্রা অপবোধমানঃ। প্রভঞ্জনং সেনাঃ প্রমৃণো যুধা
জয়ন্নস্মাকমেধ্যাবিতা রথানাং স্বাহা, ইদং বৃহস্পতিগ্রহায় স্বাহা” ॥ ৫ ॥ শুক্রগ্রহ—“ওঁ শুক্রন্তেহন্যদ্যজতন্তেহন্যদ্য বিষ্ণুরূপে অহনী
দ্যৌরিবাসি। বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবন, ভদ্রা যে পৃথগ্নিহরাতিরস্ত স্বাহা, ইদং শুক্রগ্রহায় স্বাহা” ॥ ৬ ॥ শনিগ্রহ—“ওঁ শম্নো

দেবীরভিষ্টয়ে শনো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভিষবন্তু নঃ স্বাহা, ইদং শনিগ্রহায় স্বাহা” ॥ ৭ ॥ রাহুগ্রহ—“ওঁ কয়ানশিচত্র আভুবদুতী
সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্টয়া বৃতা স্বাহা, ইদং রাহুগ্রহায় স্বাহা” ॥ ৮ ॥ কেতুগ্রহ—“ওঁ কেতুং কৃষ্মন কেতবে পেশোমর্য্যা অপেশসে।
সমুষন্তিরজায়থা স্বাহা, ইদং কেতুগ্রহায় স্বাহা” ॥ ৯ ॥ পরে দিকপালহোম করিবে।

দিকপালহোম ॥ ইন্দ্র—ওঁ ত্রাতারমিन्द्रমবিতারমিन्द्रং হবে হবে সুহবং শূরমিन्द्रম্। হবে নু শক্রং পুরুহুতমিन्द्रমিদং হবিষ্মাঘবা
বেহিन्द्रঃ স্বাহা ॥ ১ ॥ অগ্নি—ওঁ অগ্নিদূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্। অস্য যজ্ঞস্য সুকৃতুং স্বাহা ॥ ২ ॥ যম—ওঁ নাকো সুপৰ্ণমূপযং
পতয়ন্তুং, হৃদা বেনন্তোহভ্যচক্ষত ত্বা ॥ হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং যমস্য যোনৌ শকুসং ভুরণ্যং স্বাহা ॥ ৩ ॥ নৈঋত—ওঁ বেথাহি
নিঋতীনাং বজ্রহস্ত পরিব্জম্। অহরহঃ শুক্ল্যঃ পরিদদামি স্বাহা ॥ ৪ ॥ বরুণ—ওঁ আনো মিত্রা বরুণা ঘৃতৈর্গব্যতি মুক্ষতম্। মধ্বা
রজাংসি সুকৃতু স্বাহা ॥ ৫ ॥ বায়ু—ওঁ বাত আ বাতু ভেষজং শস্তু ময়োভু নো হৃদে। প্রণ আয়ুংষি তারিষং স্বাহা ॥ ৬ ॥ কুবের—ওঁ
ক্লেয়থ ক্লেদসি পুরুত্রাচিক্ষিতে নমঃ। অলর্ষিযুস্বা খজকুং পুরন্দর, প্রণায়ত্রা অগাসিষু স্বাহা ॥ ৭ ॥ ঈশান—ওঁ অভি ত্বা শূর নোনুমো
অদুক্ষা ইব ধেনবঃ। ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দশমীশানমিन्द्र তস্থষঃ স্বাহা ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মা—ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ, বিসমিতঃ সুরুচো
বেন আবঃ। স বৃগ্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চবিবঃ স্বাহা ॥ ৯ ॥ অনন্ত—ওঁ চর্ষণীধূতং মঘবানমুক্ত্যামিन्द्रঃ গিরো
বৃহতীরভ্যানুষত। বাবুধানং পুরুহুতং সুবৃজিভিরমর্ত্যং জরমানং দিবে স্বাহা ॥ ১০ ॥ অতঃপর প্রত্যক্ষদেবতাগণের হোম করিবে।

প্রত্যক্ষদেবতা হোম—ওঁ গণেশায় স্বাহা, ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, ওঁ চতুর্বেদেভ্যো স্বাহা, ওঁ অষ্টাদশপুরাণেভ্যো স্বাহা, ওঁ সর্বশাস্ত্রেভ্যো স্বাহা, ওঁ লেখনীমস্যাধারাদিভ্যো স্বাহা, ওঁ গ্রাম্যদেবতাভ্যো স্বাহা, ওঁ নারায়ণায় স্বাহা, ওঁ শিবায় স্বাহা, ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ স্বাহা, ওঁ যাং যমুনায়ৈ স্বাহা।

অতঃপর মহাব্যাহতিহোম করতঃ (পৃঃ ৩৭) একটি ঘৃতাঙ্গ সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া দক্ষিণজানু ভূপাতিত করতঃ জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে অগ্নিপৰ্য্যক্ষণ করিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিঃস্বিত্ত্বপুচ্ছন্দঃ সবিতার্দেবতা অগ্নিপৰ্য্যক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধৰ্বঃ কেতুপুঃ কেতনঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচনঃ স্বদতু॥” মন্ত্রপাঠ করিয়া হস্তস্থিত জলদ্বারা অগ্নিবেষ্টন করিয়া, পুনরায় জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া স্থণ্ডিলের দক্ষিণদিকে পশ্চিমদিক হইতে পূর্বদিক পর্য্যন্ত মন্ত্রপাঠ সহকারে জলধারা দিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিরদিতীর্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতে অঘমংস্থা।” পুনর্ব্বার জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে অগ্নির পশ্চিমদিক হইতে দক্ষিণদিক দিয়া উত্তরদিক পর্য্যন্ত জলধারা দিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিরনুমতীর্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতে অঘমংস্থা॥” পুনরায় মন্ত্রপাঠ সহকারে জলাঞ্জলি গ্রহণ করতঃ অগ্নির উত্তরদিকে পশ্চিমকোণ হইতে পূর্ব পর্য্যন্ত জলধারা দিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিঃ সরস্বতীর্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যঘমংস্থা॥” অনন্তর উত্তান হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ কতিপয় কুশ গ্রহণ করতঃ প্রতিবারই মন্ত্রপাঠ সহকারে

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

of 50

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

၁၈

দেবীলেখনীমস্যাধারকর্মাঙ্গীভূতহোমকর্মাচ্ছিদ্রমস্তু।” “ওঁ অস্তু” (প্রতিবচন)। বৈগুণ্যসমাধান করিবে, যথা—বিষ্ণুরৌ তৎসদন্য মাঘেমাসি মকররাশিষ্টে ভাস্করে শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা কুতৈতৎ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবীলেখনীমস্যাধারপূজাঙ্গ ভূতহোমকর্মাঙ্গি যদ্বৈগুণ্য জাতং তদ্যোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণের্ণাম স্মরণমহং করিষ্যে।” অতঃপর “ওঁ নিম্বু” মন্ত্র দশবার জপ করিয়া ভগবৎ প্রণাম করিবে, যথা—“ওঁ নমো ব্রহ্মাণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥” পরে শান্ত্যাশীর্বাদ গ্রহণ করিবে।

অথ যজুর্বেদিহোম—প্রথমে বালুকা দ্বারা হস্তপ্রমাণ স্থণ্ডিল নির্মাণ করিয়া গোময়াদি দ্বারা শুদ্ধ করতঃ কুশবারি দ্বারা তিনবার মার্জ্জনা করিবে। অনন্তর স্থণ্ডিলের পূর্বাঙ্গে তিনটি প্রাদেশপ্রমাণ কুশ স্থাপন করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা তিনবার উৎকর (বালুকা) গ্রহণ করিয়া ত্যাগ করিবে। অনন্তর কাংস্যপাত্রে অভাবে মৃৎপাত্রে অগ্নি গ্রহণ করিয়া উক্ত অগ্নি হইতে কিয়াংশ গ্রহণ করিয়া “ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ” মন্ত্রে দক্ষিণদিকে ত্যাগ করিবে॥ অতঃপর স্থণ্ডিলের উপর মন্ত্রপাঠ সহকারে আত্মাভিमुखে অগ্নি স্থাপন করিবে, যথা—ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা, দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন॥” অনন্তর করযোড়ে পাঠ্য—ওঁ সর্বতঃ পানিপাদান্তঃ সর্বতোহক্ষিণিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নি প্রণীত সর্বকর্মসু॥” অনন্তর অগ্নির দক্ষিণে কতকগুলি পূর্বাঙ্গে কুশ স্থাপন করিয়া ব্রহ্মার আসন স্থাপন করতঃ ব্রহ্মা বরণ করিবে। যথা—বিষ্ণুরৌ তৎসদন্য মাঘেমাসি মকররাশিষ্টে ভাস্করে

শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবীলেখনীমস্যাধারপূজাকর্মাঙ্গীভূতহোমকর্মাঙ্গি ব্রহ্মকর্মকরণায় অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মাণং ব্রহ্মা ছেন ভবন্তমহং বৃণে।” ব্রহ্মা বলিবেন—“ওঁ বৃতোহস্মি। কপ্তা বলিবেন—“যথাবিহিত ব্রহ্মকর্ম কুরু॥” ব্রহ্মা বলিবেন—“যথাজ্ঞানং করবাণি।” যদি উপরোক্তরূপে বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা না হয়েন, তবে নারায়ণশিলাকেই ব্রহ্মারূপে কল্পনা করিয়া হোতা “ওঁ অহে দৈধিষব্যোদতস্তিষ্ঠান্যস্য সদনে সীদ, যোহস্মৎ পাকতরঃ॥” মন্ত্রে নারায়ণশিলাকে পূর্বস্থাপিত আসনে স্থাপিত করিবে। অনন্তর উক্ত আসন হইতে একগাছি কুশ গ্রহণ করিয়া বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা গ্রহণ করিয়া “ওঁ নিরস্তঃ পাপ্মাসহ তেন বয়ং দ্বিগ্নঃ” মন্ত্রে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে নিক্ষেপ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—“ওঁ ইদমহং বৃহস্পতেঃ সদনে সীদামি, প্রসূতো দেবেন সবিত্রা, তদগ্নয়ে, প্রব্রবীমি, তদ্বায়বে, তৎপৃথিব্যৌ॥” অনন্তর অগ্নির উত্তরভাগে প্রণীতাপাত্র স্থাপন করিয়া অচ্ছিন্ন কুশদ্বারা অগ্নির ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্তে কুশ আস্ত্র করিয়া অগ্নির উত্তরে দক্ষিণ দিক হইতে যথাক্রমে আবশ্যকীয় দ্রব্যসকল আসাদন করিবে, যথা—পবিত্রেচ্ছদনার্থ কুশপত্রত্রয়, পবিত্রদ্বয়, প্রোক্ষণীপাত্র, তিনগাছি সম্মার্জ্জন কুশ, তিনগাছি উপব্রহ্মন কুশ, প্রাদেশপ্রমাণ তিনটি সমিধ, ক্রব, ঘৃত, আতপতণ্ডুল ও পূর্ণপাত্র। এই সকল দ্রব্য আসাদন করিয়া পবিত্রেচ্ছদনার্থ পূর্বস্থাপিত প্রাদেশপ্রমাণ তিনটি কুশ “ওঁ পবিত্রেহো বৈষ্ণব্যৌ” মন্ত্রে নখ ব্যতীত ছেদন করিয়া “ওঁ বিষ্ণেঃ স্মনসা পূতে স্বঃ” মন্ত্রে প্রোক্ষণীপাত্রস্থ

জলে অভ্যক্ষিত করিয়া উক্ত পাত্রে স্থাপন করতঃ প্রণীতপাত্রের কিঞ্চিৎ জল দিয়া বামহাতের উপর প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপনপূর্বক কিঞ্চিৎ জলদ্বারা প্রোক্ষণীপাত্র ও অন্যান্য পাত্র অভ্যক্ষণ করিয়া প্রণীতপাত্রের নিকট প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবে। অনন্তর সম্মুখে আজ্যস্থালী স্থাপন করিয়া তাহাতে পূর্বাসাদিত ঘৃত স্থাপিত করিবে। পরে স্থণ্ডিল হইতে প্রজ্বলিত অগ্নি গ্রহণ করিয়া দৈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্তে তিনবার ঘৃতপাত্র বেষ্টন করিয়া স্থণ্ডিলে নিক্ষেপ করিবে। পরে ঋব গ্রহণ করিয়া উহা অগ্নিতে অধোমুখে প্রতপ্ত করিয়া সম্মার্জন কুশ দ্বারা ঋবের মূল হইতে অগ্র এবং অগ্র হইতে মূল পর্য্যন্ত সম্মার্জন করিয়া ঐ কুশ পরিত্যাগপূর্বক প্রণীতপাত্রস্থ জলদ্বারা অভ্যক্ষণ করিয়া ও পূর্ববৎ প্রতপ্ত করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রের উত্তরে স্থাপন করিবে। পরে প্রোক্ষণীপাত্রস্থ পবিত্র গ্রহণ করিয়া ও পাত্রস্থ কিঞ্চিৎ ঘৃত উঠাইয়া মন্ত্র পাঠ করিবে—“ওঁ সবিতৃস্ত্বা প্রসব উৎপূনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা॥” অনন্তর পূর্বসংগৃহীত প্রাদেশপ্রমাণ কুশ গ্রহণ করতঃ প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন করিয়া প্রোক্ষণীপাত্র হইতে পবিত্র জল লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে অগ্নি পর্য্যক্ষণ করিবে এবং সম্মুখীকরণ কবিবে, যথা—ওঁ এষো হ দেবঃ প্রদিশোহনুসর্বাং পূর্বোহজাতঃ স উ গর্ভেহন্তঃ স এবঃ জাত ন জনিষ্যমান প্রত্যজ্ঞনাস্তিষ্ঠতি সর্বোতোমুখঃ” পরে ঘৃতদ্বারা হোম করিবে। যথা—“ওঁ প্রজাপত্যে স্বাহা, ইদং প্রজাপত্যে, ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ইদমিন্দ্রায়, ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে, ওঁ সোমায় স্বাহা, ইদং সোমায়” প্রত্যেক আত্মতির শেষে ঋবলগ্নবৃত অগ্নির উত্তরে রক্ষিত পাত্রে রক্ষা করিবে।

প্রকৃতকর্ম—প্রথমে সঙ্কল্প করিবে, যথা—“বিষ্ণুরৌ তৎসৎ অদ্য মাঘেমাসি মকররাশিষ্টে ভাস্করে শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যন্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীশ্রীসরস্বতীপ্রীতিকামঃ (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকসঙ্কলিত শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবীলেখনীমস্যাধার-পূজাকর্মাঙ্গীভূতহোমকর্ম্মণি “ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যোঃ স্বাহা” ইতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকেন পঠিতেন ইয়ৎসংখ্যক (সংখ্যা উল্লেখ্য) সাজ্যবিশ্বপত্রৈর্হোমমহং করিষ্যে। (পরার্থে—করিষ্যামি) ॥ অনন্তর অগ্নির পশ্চিমে তিলমিশ্রিত ঘৃতপাত্র উত্তরপাত্রে কুশোপরি স্থাপন করতঃ একটি প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে আত্মতি দিয়া মহাব্যাহতি হোম করিবে। যথা—“প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা ॥ প্রজাপতিঋষির্কৃষ্ণচ্ছন্দঃ বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূবঃ স্বাহা ॥ প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা।”

প্রত্যেকটি মন্ত্রে তিনবার আত্মতি দিয়া “প্রজাপতিঋষিবৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভবঃস্বঃ স্বাহা ॥” মন্ত্রে একবার আত্মতি দিবে। অনন্তর “ওঁ অগ্নে ত্বং বলদনামাসি মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ করিয়া “ওঁ পিতৃভ্রাতৃশ্রকেশান্ধ পীনাঙ্গজঠরোহরণঃ। ছাগস্থ সান্ধসূত্রোহগ্নি সপ্তার্চি শক্তিধারকঃ ॥” ধ্যান পাঠ করিয়া “ওঁ বলদাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি ইহসন্নিধেহি, অত্রধিষ্ঠানং কুরুঃ মমপূজাং গৃহাণ” মন্ত্রে আবাহন করিয়া “এষ গন্ধ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হবিনৈবেদ্যম্ ওঁ বলদাগ্নয়ে স্বাহা” মন্ত্রে পঞ্চোপচারে

পূজা করিয়া সমিধের অর্চনা করিবে, যথা—“বং এতাভ্যো সাজবিলপত্রোভ্যো নমঃ। এতদধিপতয়ে দেবায় ও ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবায় নমঃ, সম্প্রদানায় ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যৈ নমঃ।” অতঃপর “ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যৈ স্বাহা” মন্ত্রে এক একটি বিলপত্র ঘৃতাক্ত করিয়া হোম করিবে। পরে মহাব্যাহতিহোম করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ কুশ ঘৃতাক্ত করিয়া অমন্তক অগ্নিতে আর্ঘ্য দিবে। হোমান্তে হুতশেষ (হাতকাড়া) পাত্রান্তরে রক্ষা করিবে। পরে উদীচ্য কৰ্ম করিবে।।

উদীচ্য কৰ্ম—প্রথমে ঘৃতদ্বারা মহাব্যাহতিহোম করিবে, যথা—“ওঁ ভূঃ স্বাহা, ইদং ভূঃ ॥ ওঁ ভুব স্বাহা, ইদং ভুবঃ ॥ ওঁ স্বঃ স্বাহা, ইদং স্বঃ ॥ ওঁ ভূভুবঃস্বঃ স্বাহা, ইদং ভূভুবঃস্বঃ ॥” অনন্তর প্রায়শ্চিত্ত হোমের সঙ্কল্প করিয়া “বিধু” নামক অগ্নির আবাহন করতঃ প্রায়শ্চিত্তহোম করিবে, যথা—“বিধুরোঁ তৎসদ্য মাঘেমাসি মকররাশিষ্টে ভাস্করে শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্র শ্রীঅমুকদেবশর্মা কৃতেহস্মিন্ হোমকৰ্ম্মণি যদৈগুণ্য জাতং তদ্যোষপ্রশমনায় “তন্নো অগ্নে” ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভিম্নিত্রৌ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যে।” পরে “ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুণামাসি ওঁ বিধুণামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসমিধেহি, ইহসমিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মমপূজাং গৃহাণ” মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ ও আবাহন করিয়া ধ্যান করতঃ পূজা করিবে, যথা—“ওঁ পিঙ্গভ্রাকেশাঙ্কঃ পীনাঙ্গ জঠরোহরুণঃ। ছাগস্থ সান্ধবস্রোহগ্নি সপ্তর্চি শক্তিধারকঃ ॥ এষ গন্ধঃ ওঁ বিধুণামাগ্নয়ে নমঃ ॥ এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বিধুণামাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ বিধুণামাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপ ওঁ বিধুণামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হবিনৈবেদ্যম্ ওঁ বিধুণামাগ্নয়ে স্বাহা ॥” অনন্তর পাচাত মন্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত

৪৪

হোম করিবে, যথা—“বামদেব্যঋষিষ্টপৃচ্ছন্দোহগ্নিবরুণোদেবতে প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ তন্নোহগ্নে বরুণস্য বিদ্বান, দেবস্য হেডো অব্যাসিসীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহিতমঃ শোণুচানো বিশ্বান্দেবান্ প্রমুখ্যস্মৎ স্বাহা। ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম্ ॥ ১ ॥ বামদেব্য-ঋষিষ্টপৃচ্ছন্দোহগ্নিবরুণোদেবতে প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ তন্নোহগ্নেবমো ভবোতী, নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যাটৌ। অব্যঙ্কা নো বরুণগুঁররানো ব্রীহি মৃড়ীকণ্ডং সুহবো না এধি স্বাহা ॥ ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম্ ॥ ২ ॥ ওঁ প্রজাপতিঋষিবৃহতীচ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়াশ্চাগ্নেহস্যনভি শস্তিপাশ্চ, সত্যমিত্ত্ব ময়া অসি। অয়না ন যজ্ঞং বহাস্যায়া নো ধেহি ভেষজং স্বাহা। ইদমগ্নিভ্যঃ ॥ ৩ ॥ শুনঃশেফঋষিষ্টপৃচ্ছন্দো বরুণাদয়োদেবতাঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যে তে শতং বরুণং যে সহস্রং যজিরাঃ পাশা বিততা মহান্তঃ। তেভিনো অদ্য সবিতোতর্বিষ্ণুর্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাং স্বাহা। ইদং বরুণায়, সবিত্রে বিষ্ণবে, বিশ্বেভ্যোদেবেভ্যো, মরুদ্ভ্য স্বর্কেভ্যঃ ॥ ৪ ॥ শুনঃশেফঋষিষ্টপৃচ্ছন্দো বরুণোদেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমগন্মদবান্ধমং বিধ্বমণ্ড শ্রথায়। অথাবয়মাদিত্যব্রতে তবানাগাসাহদিতয়ে স্যাম স্বাহা। ইদং বরুণায় ॥ ৫ ॥ অনন্তর নবগ্রহহোম করিবে।

৪৫

নবগ্রহহোম—রবিগ্রহ—“ওঁ আকৃষেণ রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যতি

৪৬

ভুবনানি, পশ্যন্ স্বাহা, ইদং রবিগ্রহায় স্বাহা” ॥ ১ ॥ সোমগ্রহ—“ওঁ ইমং দেবা অসপত্নগুং সুবধ্বং, মহতে ক্ষত্রায়, মহতে জ্যেষ্ঠায়, মহতে জ্ঞানরাজ্যায়ৈন্দ্রেসিন্দ্রিয়ার। ইমমমুস্যপুত্রমুস্যৈ পুত্রমস্যৈ বিশ, এষ বোহমী রাজা সোমোহস্মাকং ব্রাহ্মণানাং স্বাহা ॥ ইদং সোমগ্রহায় স্বাহা” ॥ ২ ॥ মঙ্গলগ্রহ—ওঁ অগ্নিমুর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাগুংসি জিহ্বতি স্বাহা, ইদং মঙ্গলগ্রহায় স্বাহা ॥ ৩ ॥ বুধগ্রহ—ওঁ উদ্বুধ্যস্বাগ্নে প্রতিজাগৃহি ত্বমিষ্টাপূর্বে সগুং সৃজেথাময়ধ্বা অগ্নিন্ সধস্বে অধুত্তরগ্নিন্ বিশ্বেদেবা যজমানশ্চ সীদত স্বাহা, ইদং বুধগ্রহায় ॥ ৪ ॥ বৃহস্পতিগ্রহ—ওঁ বৃহস্পতে অতিঅদর্যো অর্হাদ দ্যুদ্বিভাতিক্রতুমজ্জনেষু। যদীদয়চ্ছবস ঋত প্রজাত তদস্মাষু দ্রবিণং দেহি চিত্রগুং স্বাহা, ইদং বৃহস্পতিগ্রহায় ॥ ৫ ॥ শুক্রগ্রহ—“ওঁ অগ্নাং পরিজাতো রসং ব্রহ্মণা ব্রহ্মণ ব্যাপিবৎ ক্ষত্রং পয়ঃ সে মং প্রজাপতিঃ। ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ম্ বিপানগুং শুক্রমক্ষসং ইন্দ্রেস্যেন্দ্রিয়ামিদং পয়োহমৃতং মধু স্বাহা, ইদং শুক্রগ্রহায় ॥ ৬ ॥ শনিগ্রহ—ওঁ শনো দেবীরতিষ্টয়ে, আপো ভবন্ত পীতয়ে। শংযোরভি অবন্ত নঃ স্বাহা। ইদং শনিগ্রহায় ॥ ৭ ॥ রাহুগ্রহ—ওঁ কাণ্ডাং প্ররোহন্তিঃ পরুষঃ পরুষস্পরি। এবা নো দুর্বে প্রতনু, সহস্রেণ শতেন চ স্বাহা, ইদং রাহুগ্রহায় ॥ ৮ ॥ কেতুগ্রহ—ওঁ কেতুং কৃষ্মকেতবে, পেশোমর্য্যা অপেশসে। সমুষষ্টিরজায়থাঃ স্বাহা, ইদং কেতুগ্রহায় ॥ ৯ ॥ পরে দিকপালহোম করিবে।

দিকপালহোম—ওঁ ত্রাতারমিদ্রমবিতারমিদ্রগুং হবে হবে সুবহগুং শূরমিদ্রম্। হুয়ামি শক্রং পূরহূতমিদ্রগুং, স্বস্তি নো মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ স্বাহা। ইদমিদ্রায় ॥ অগ্নি—ওঁ বৈশ্বানরো ন উতয়, আ প্রয়াতু পরাবতঃ। অগ্নিরুক্থেন বাহসা স্বাহা ॥ ইদমগ্নয়ে ॥ যম—ওঁ

অসি যমো অস্যাদিত্যো অর্কব্রহ্মসি, ত্রিতো গুহেন ব্রতেন। অসি সোমেন সময়্য বিপৃক্তা আহস্তুে ত্রীণি দিবি বন্ধনানি স্বাহা ॥ ইদং যমায়। নৈঋত—ওঁ যন্তে দেবী নিঋতিবারবন্ধ, পশং গ্রীবাস্ববিচ্ছৃত্যম্। তন্তেবিষ্যাম্যায়ুষো ন মধ্যাদর্থেতং পিতুমন্ধি প্রসূতঃ স্বাহা ॥ ইদং নৈঋতয়ে ॥ বরুণ—বরুণস্যোত্তমমসি, বরুণস্য স্কন্ধ সজ্জনীস্থঃ। বরুণস্যঋতসদনমসি। বরুণস্যঋতসদনামাসীদ স্বাহা ॥ ইদং বরুণায়। বায়ু—ওঁ বাত আ বাতু ভেষজং শস্তু ময়োভু নো হদে। প্রণ আয়ুগুংষি তারিষৎ স্বাহা ॥ ইদং বায়বে। কুবের—ওঁ কুবিদঙ্গ যবমন্তো যবন্ধিদ, যথা দান্তানুপূর্বং বিযুয়। ইহেইহাং কুণুহি ভোজনানি, যেবর্হিষো মম উজ্জিৎ যজন্তি স্বাহা ॥ ইদং কুবেরায়। ইশান—ওঁ তমীশানং জগতস্তৃষপতিং, ধিয়জ্জিহ্ববসে হুমহে বয়ম্। পৃষা নো যথা বেদসামসদ বৃধে, রক্ষিতা পায়ুরদক্ঃস্বস্তয়ে স্বস্তয়ে স্বাহা ॥ ইদমীশানায় ॥ ব্রহ্ম—ওঁ আ ব্রহ্মান ব্রাহ্মণেন ব্রহ্মবর্চসী জায়তা মা রাষ্ট্রে রাজ্যঃ শূর ইষবোহতিব্যাদী মহারথো জায়তাং, দোদ্রী ধেনুর্বোঢ়াহনদ্বানাণ্ডঃ সপ্তিঃ পুরন্ধির্যোষা, জিযুঃ রথেষ্ঠাঃ সভেয়ো যুবাহস্য বীরো জায়তাং নিকামে নিকামে নঃ পজ্জগ্যো বর্ষতু, ফলবতো ন ওষধয় পচ্যত্বাং, যোগক্ষেমে নঃ কল্পতাগুং স্বাহা ॥ ইদং ব্রহ্মণে। অনন্ত—ওঁ নমোহস্ত সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু। যে অন্তরীক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ স্বাহা ॥ ইদমনন্তায় ॥” অতঃপর প্রত্যক্ষদেবতার হোম করিবে।

প্রত্যক্ষদেবতাহোম—সামবেদি প্রত্যক্ষদেবতা হোম দ্রষ্টব্য (পৃঃ ৪১)। অতঃপর একটি ঘৃতান্ত্র সমিধ অমন্তুক অগ্নিতে নিক্ষেপ করতঃ মৃড়নামক অগ্নির আবাহন করিয়া পূর্ণাতি দিবে, যথা—“ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি, ওঁ মৃড়নামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

24

2

দক্ষিণাবাক্য—“বিষ্ণুরৌ তৎসদ্য মাঘেমাসি মকররাশিষ্টে ভাস্করে শুক্লপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যাতিথৌ অমুকগোত্রঃ অমুকদেবশর্মা কৃতৈতৎ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবীলেখনীমস্যাধারপূজাঙ্গভূতহোমকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যং অনুকল্পং রৌপ্যখণ্ডং হরিতকীফলং বা যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে।” অনন্তর বৈণ্ড্যসমাধান করিবে, যথা—“বিষ্ণুরৌ তৎসদ্য মাঘেমাসি মকররাশিষ্টে ভাস্করে শুক্লপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যাতিথৌ অমুকগোত্র অমুকদেবশর্মা কৃতৈতৎ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবীলেখনীমস্যাধার-পূজাঙ্গভূতহোম-কর্মণি যদ্বৈণ্ড্যং জাতং তদ্যোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোর্নাম স্মরণমহং করিষ্যে।” অতঃপর “ওঁ বিষ্ণু” মন্ত্র দশবার জপ করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে, যথা—“ওঁ কৃতৈতৎ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবীলেখনীমস্যাধারপূজাকর্মাদীভূতহোমকর্মাহচ্ছিদ্রমস্তু॥” ওঁ অস্তু (প্রতিবচন)। অনন্তর ভগবৎ প্রণাম করিবে, যথা—“ওঁ ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥” ইতি যজুর্বেদি হোম প্রয়োগ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী স্তোত্রম্ ॥ বৃহস্পতিরুবাচ—ওঁ সরস্বতীং নমস্যামি চেতনা হৃদি সংস্থিতাম্। কণ্ঠস্থং পদ্মায়োনিস্থং হ্রীং হ্রীংকারশ্রিতাং
শুভাম্ ॥ ১ ॥ মতিদাং বরদাধৈব সৰ্বকামফলপ্রদাম্। কেশবস্য প্রিয়াং দেবীং বীণাহস্তাং বরপ্রদাম্ ॥ ২ ॥ ঐং ঐং মন্ত্রপ্রিয়াং নিত্যং
কুমতিধ্বংসকারিণীম্। সুপ্রকাশাং নিরলস্বামজ্ঞানতিমরিপহাম্ ॥ মোক্ষদাঞ্চ সদা নিত্যং শুভদাং শোভনপ্রিয়াম্। পদস্থিত কুণ্ডলিনীং
শুক্লবর্ণাং মনোহরাম্। আদিত্যমণ্ডলে লীনাং প্রণাম্যমিকুলপ্রিয়াম্ ॥ ৪ ॥ ঋষিরুবাচ—ইতি সংস্কৃতা দেবী বাগীশেন মহাত্মনা। আত্মানং
দর্শয়ামাস শরদিন্দুসমপ্রভাম্ ॥ ৫ ॥ দেবুবাচ—বরং বৃণস্ব ভদ্রং তে যন্তে মনসি বর্ততে ॥ ৬ ॥ বৃহস্পতিরুবাচ—বরদা যদি মে দেবি
দিব্যজ্ঞানং প্রযচ্ছ মে ॥ ৭ ॥ দেবুবাচ—দত্তং তে নিশ্চলং জ্ঞানং কুমতিধ্বংসকারণম্। স্তোত্রেনানেন যে ভক্ত্যা মাংস্তবন্তি সদা নরাঃ।
তে লভন্তে পরজ্ঞানং মমতুল্য পরাক্রমম্ ॥ ৮ ॥ ত্রিসন্ধ্যাং প্রযতো ভূত্বা যস্তিদং পঠতে সদা। তস্য কণ্ঠে সদা বাসং করিষ্যামি ন সংশয়ঃ
॥ ৯ ॥ ইতি শ্রীবৃহস্পতিকৃতং শ্রীশ্রীসরস্বতীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীসরস্বতী কবচম্ ॥ ভৃগুরুবাচ—ওঁ ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবিদ্যাং শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানবিশারদ। সৰ্বভক্ত সৰ্বজনক সৰ্বেস সৰ্বপূজিত ॥
সরস্বত্যাশ্চ কবচং ব্রহ্মি বিশ্বজয়ং প্রভো। অজাতযাম মন্ত্রাণাং সমূহ-সংযুতং পরম্ ॥ ব্রহ্মোবাচ—শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি কবচং সৰ্বকামদম্।
শ্রুতিসারং শ্রুতিসুখং শ্রুত্যান্তঃশ্রুতিপূজিতম্ ॥ ১ ॥ উক্তং গোলোকে কৃষ্ণেণ মহাং বৃন্দাবনে বনে। রাসেশ্বরেণ বিভূনা রাসে চ

রাসমণ্ডলে ॥ ২ ॥ অতীব গোপনীয়ঞ্চ কল্পবৃক্ষ সমং পরম্। অশ্রুতাদৃত মন্ত্রাণাং সমুহৈশ্চ সমন্বিতম্ ॥ ৩ ॥ যদ্বদ্বা পঠনাদ ব্রহ্মন্
বুদ্ধিমাংশ্চ বৃহস্পতিঃ। যদ্বদ্বা ভগবন্ শুক্ৰ সৰ্বদৈতেষু পূজিতঃ ॥ ৪ ॥ পঠনাদ্ভারণাদ বাগ্মী কবীন্দ্রো বাগ্মিকী মুনিঃ। স্বায়ম্ভুবো
মনুশ্চৈব যদ্বদ্বা সৰ্বপূজিতঃ ॥ ৫ ॥ কণাদো গৌতমঃ কণ্ঠঃ পাণিনিঃ শাকটায়নঃ। গ্রন্থঞ্চকার যদ্বদ্বা দক্ষঃ কাত্যায়ন স্বয়ম্ ॥ ৬ ॥ কৃদ্বা
বেদ-বিভাগঞ্চ পুরাণান্যখিলানি চ। চকার লীলামাত্রেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্বয়ম্ ॥ ৭ ॥ শীতাতপশ্চ সংবর্ত্তো বশিষ্ঠশ্চ পরাশরঃ। যদ্বদ্বা
পঠনাদ্ গ্রন্থং যাজ্ঞবল্ক্যশ্চকার সং ॥ ৮ ॥ ঋষ্যশৃঙ্গো ভরদ্বাজশ্চাং স্তীকো দেবলস্তথা। জৈগীষব্যোহধ জাবালীৰ্যদ্বদ্বা সৰ্বপূজিতঃ ॥ ৯ ॥
কবচস্যাস্য বিপেন্দ্র ঋষিরেব প্রজাপতিঃ। স্বয়ং বৃহস্পতিশ্ছন্দো দেবো রাসেশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ১০ ॥ সৰ্বতত্ত্বপরিজ্ঞান সৰ্বার্থসাধনেষু চ।
কবিতাসু চ সৰ্বাসু বিনিয়োগঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ১১ ॥ ওঁ হ্রীং সরস্বতৌ স্বাহা শিরো য়ে পাতু সৰ্বতঃ। শ্রীং বাগ্দেবতায়ৈ স্বাহা ভালং
মে সৰ্বদাবতু ॥ ১২ ॥ ওঁ সরস্বতৌ স্বাহেতি শ্রোত্রং পাতু নিরন্তরম্। ওঁ শ্রীং হ্রীং ভারতৌ স্বাহা নেত্রযুগ্মং সদাবতু ॥ ১৩ ॥ ওঁ হ্রীং
বাগ্ভাদিন্যৈ স্বাহা নাসাং মে সৰ্বতোবতু। হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেবৌ স্বাহা ওষ্ঠং সদাবতু ॥ ১৪ ॥ ওঁ শ্রীং হ্রীং ব্রাহ্ম্যৈ স্বাহেতী দন্তপংক্তীঃ
সদাবতু। ঐং ইতোকাক্ষরো মন্ত্রো মম কণ্ঠং সদাবতু ॥ ১৫ ॥ ওঁ শ্রীং হ্রীং পাতু মে গ্রীবাং স্কন্ধং মে শ্রীং সদাবতু। শ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেবৌ,
স্বাহা বক্ষঃ সদাবতু ॥ ১৬ ॥ ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিপায়ৈ স্বাহা মে পাতু নাসিকাম্। ওঁ হ্রীং হ্রীং বাণ্যৈ স্বাহোত মম পৃষ্ঠং সদাবতু ॥ ১৭ ॥
ওঁ সৰ্ববর্ণাঙ্ঘ্রিকায়ৈ চ পায়ুগ্মং সদাবতু। ওঁ বাগাধিষ্ঠাতৃদেবৌ চ সৰ্বাঙ্গ মে সদাবতু ॥ ১৮ ॥ হ্রীং সৰ্বকণ্ঠবাসিন্যৈ স্বাহা প্রাচ্যাং সদাবতু।



শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

ওঁ হ্রীং জিহ্বাগ্রবাসিন্যে স্বাহাগ্নিদিশি রক্ষতু ॥ ১৯ ॥ ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং সরস্বতৌ বধূজনস্যে স্বাহা। সততং মন্ত্ররাজোহয়ং দক্ষিণে
মাং সদাবতু ॥ ২০ ॥ ওঁ হ্রীং শ্রীং ত্র্যক্ষরো মন্ত্রো নৈখাত্যাং মন্ত্রো মে সদাবতু। করিজিহ্বাগ্রবাসিন্যে স্বাহা মাং বারুণেহবতু ॥ ২১ ॥
ওঁ সদাশ্বিকায়ৈ স্বাহা বায়ব্যে মাং সদাবতু। ওঁ গদ্যপদ্যবাসিন্যে স্বাহা মামুত্তরেহবতু ॥ ২২ ॥ ওঁ সর্বশাস্ত্রবাসিন্যে স্বাহা ঐশান্যাং
সদাবতু। ওঁ হ্রীং সর্বপূজিতায়ৈ স্বাহা চৌর্ধ্বং সদাবতু ॥ ২৩ ॥ ঐং হ্রীং পুস্তকবাসিন্যে স্বাহাহধো মাং সদাবতু। ওঁ গ্রন্থবীজস্বরূপায়ৈ
স্বাহা মাং সর্বদাহবতু ॥ ২৪ ॥ ইতি তে কথিতং বিপ্র সর্বমন্ত্রোঘবিগ্রহম্। ইদং বিশ্বজয়ং নাম কবচং ব্রহ্মরূপিণম্ ॥ ২৫ ॥ পুরা
শ্রুতং ধর্মভ্রাতাং পর্বতে গন্ধমাদনে। তবোপ্সেহান্মমরাখ্যাং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ॥ ২৬ ॥ গুরুমভ্যর্চ্য বিধিবৎ বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ।
প্রণম্য দণ্ডমৌ কবচং ধারয়েৎ সুধী ॥ ২৭ ॥ পঞ্চলক্ষজপেনৈব সিদ্ধস্ত কবচং ভবেৎ। যদি স্যাং সিদ্ধ কবচো বৃহস্পতি সমো
ভবেৎ ॥ ২৮ ॥ মহাবাগ্মীশ কবীনদ্র ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ। শক্লোতি সর্বং হেতুঞ্চ কবচস্য প্রসাদতঃ ॥ ২৯ ॥ ইদং তে কাণ্ডশাখোক্তং
কথিতং কবচং মুনে। স্তোত্রং পূজা বিধানঞ্চ ধ্যানঞ্চ বন্ধনং তথা ॥ ৩০ ॥ ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণনারদসংবাদে
শ্রীশ্রীসরস্বতীকবচং সমাপ্তম্।

